ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 December 2022 ■ আগরতলা ৭ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং ■ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তিরোধান দিবসে বিজেপি কার্য্যালয়ের সামনে ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা।

## যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও আম্বেদকরের তিরোধান দিবস পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে পালন করা হয় ভারতরত্ন ডঃ বি আর আম্বেদ করের ৬৭ তম তিরোধান দিবস। প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ের সামনে ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দিপক মজুমদার, প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত সকলে এইদিন ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা এক সাক্ষাৎকারে জানান ভারতবর্ষের সংবিধানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পরিবহণ দপ্তরে ডেপুটেশন সিটুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** অটো রিক্সা শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবি নিয়ে মঙ্গলবার পরিবহণ দপ্তরে দারস্থ হয় ত্রিপুরা অটো রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। মিছিলে অগ্রভাগে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতা অমল চক্রবর্তী।

তিনি বলেন পরিবহন শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের ১৪ দফা দাবি নিয়ে জনমত সংগ্রহ করার মিছিল করে ডেপুটেশন প্রদান করা হবে। কারণ ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরা পরিবহন শিল্প পুরোপুরিভাবে ভেঙে পড়েছে। একদিকে যেমন রাজ্য সরকারের পরিবহন নীতি নেই, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারেরও পরিবহন নীতি নেই।

### কুর্তি পঞ্চায়েতে ঘুঘুর বাসা

# দুর্নীতির প্রতিবাদে স্বদলীয় প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনল বিজেপির সদস্যরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** সিপিএম বিজেপি জোট বেঁধেছে বাম বিধায়কের কুর্তি গ্রামে। জোট বলতে বিজেপির বিক্ষুব্ধ পঞ্চায়েত সদস্য ও সিপিএম দলের পঞ্চায়েত সদস্যারা মিলে অনাস্থা আনে প্রধান ও উপ প্রধানের উপর। এগারো আসনের কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিজেপি দলের আটজন ও সিপিআইএম দলের তিনজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়াতে পঞ্চায়েতটি সিপিআইএম দলের হাত থেকে বিজেপির দখলে আসে।

কিন্তু বিজেপির দখলে আসার পর থেকে পঞ্চায়েতে লাগামহীন দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ নিয়ে সরব হন বিজেপি দলের চারজন পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা। তাদের সঙ্গে সামিল হন বিরোধী সিপিআইএম দলের অপর তিন জন পঞ্চায়েত সদস্যরা। অথচ তাদের অভিযোগকে পাত্তা না দিয়ে বিজেপি দলের নির্বাচিত প্রধান সুব্রত শব্দকর, উপ প্রধান ফারহান খান সহ দুই সদস্য মিলে অবাধে দুর্নীতি চালানোর অভিযোগ উঠতে শুরু করে।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে বিজেপি দলের চার পঞ্চায়েত সদস্য আলতাফ হোসেন, রিয়াজ আলী, জোবেদা খাতুন, আমিনা বেগম সহ সিপিআইএম দলের তিন জন পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা গত পনেরো অক্টোবর জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের নিকট অনাস্থা প্রস্তাব আনেন।সেই মোতাবেক গত চৌদ্দ নভেম্বর সোমবার অনাস্থা প্রস্তাবের একমাস পূর্ন হয়। তাছাড়া এদিন পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এদিন দুপুর বারোটায় স্থানীয় পঞ্চায়েতে ছয় দফা দাবি নিয়ে গন ডেপুটেশনে মিলিত হন অনাস্থা প্রস্তাবকারী সাতজন পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা সহ স্থানীয় জনগণ।

অনাস্থা প্রস্তাব আনা সাতজন পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যাদের অতিসত্বর নো কনফিডেন্স এর জন্য অতিসত্বর স্পেশাল মিটিংয়ের ব্যবস্থা করার দাবি তুলেন। তারপর ছয় ডিসেম্বর স্পেশাল মিটিং এর দিনক্ষণ ধার্য হয়। কিন্তু কাকতালীয় ভাবে পাঁচ ডিসেম্বর বিবৃতির স্পেশাল মিটিং বাতিল করলে বিদ্রোহী সাত জন পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যাদের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দেয়।

তার জেরে সাতজন পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা ও স্থানীয় জনগণ মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় পঞ্চায়েত অফিসে তালা দিয়ে তহশিল টিল্লার মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন।তাতে করে পঞ্চায়েত সহ একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠান তালা বন্দি হয়ে পড়ে। প্রতিবাদকারীদের দাবি অতিসত্বর স্পেশাল মিটিং না হলে তাদের এই প্রতিবাদ চলবে।তবে প্রশাসনিক তরফে কোন আধিকারিক ঘটনাস্থলে আসেননি।

## গুলি করে খুনের হুমকি দিয়ে ডাকাতি উদয়পুরের ব্রহ্মাবাড়িতে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** গুলি করে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে একই রাতে পৃথক দুই স্থান থেকে তিনটি গরু নিয়ে পালালো ডাকাতের দল। ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানাধীন ব্রহ্মাবাড়ি ও জেলরোড সংলগ্ন এলাকায়।

জানা যায় সোমবার গভীর রাতে উদয়পুর মহকুমার রাধাকিশোরপুর থানাধীন ব্রহ্মাবাড়ি এলাকার টিটু দত্ত নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে দুটি গরু নিয়ে পালায় ডাকাত দল। গরু চুরি করার সময় বাড়ির মালিক এই ঘটনার আঁচ করতে পেরে ঘর থেকে বের হলে ডাকাতের দল সরাসরি হুমকি দেন গুলি করে মেরে ফেলা হবে বলে।

দুটি গরুর বাজার মূল্য প্রায় আড়াই লক্ষাধিক টাকা বলে জানান গরুর মালিক। এদিকে একই রাতে উদয়পুর জেলরোড সংলগ্ন বলরাম দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পথের বলি বাইক চালক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের। ঘটনাটি ঘটে তুলাশিখরের নমোনজয় পাড়া এলাকায়। ঘটনা মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে চারটা নাগদ। নিহত ব্যক্তির নাম নিপেন্দ্র দেববর্মা।

অপর আহত ব্যক্তি বিষ্ণুচরণ দেববর্মা। আহত ব্যক্তিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায় নীপেন্দ্র দেববর্মা ও বিষ্ণু দেববর্মা বাইক নিয়ে তুলাশিখর বাজার থেকে নমোনজয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিস্তর নেশা সামগ্রী উদ্ধার, ধৃতদের ছাড়িয়ে নিতে পুলিশের উপর হামলা গ্রামবাসীদের

**ধর্মনগর**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** নেশা বিরোধী অভিযানে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পুলিশ। ঘটনা সোমবার রাতে ধর্মনগর পশ্চিম চন্দ্রপুর দুই নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। ড্রাগস কারবারি আটক করতে গিয়ে বাঁধার মুখে পড়তে হলো পুলিশকে।

ঘটনা সোমবার রাতে ধর্মনগর পশ্চিম চন্দ্রপুর দুই নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ এলাকার আবদুল আসিমের বাড়িতে জেলা পুলিশ সুপার ডাঃ কিরণ কুমার কে'র নেতৃত্বে অভিযান চালায়। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ দুই প্যাকেটে চব্বিশ গ্রাম ব্রাউন সুগার, প্রচুর পরিমাণে কৌটা, নগদ ৩৫ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল উদ্ধার করে। পুলিশ বাড়ির মালিক আবদুল আসিম ও তার ছেলে তাজ উদ্দিনকে গ্রেফতার করে।

গ্রামে এই খবর ছড়িয়ে পরতেই পুলিশের উপর হামলে পড়ে একদল দুষ্কৃতীরা। ধৃতদের ছিনিয়ে নেওয়ায় চেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশের কঠোর পদক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ঘটনায় গোটা এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে, রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বহিঃরাজ্য থেকে রেলে কিংবা সড়ক পথে আমদানী হচ্ছে।

৬০তম নিখিল ভারত অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে আগরতলায়।

## দিনদুপুরে বাড়ির উঠান থেকে বাইক চুরি উদয়পুরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** মঙ্গলবার দিন দুপুরে আবারো বেলতলী এলাকায় বলরাম দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির বাড়ির উঠোন থেকে চুরি করে নিয়ে যায় টিআর-০৩-এইচ-৮১৪৮ নাম্বারের একটি বাইক। চুরির ঘটনা রুখতে এক প্রকার ব্যর্থ পুলিশ। উদয়পুর শহর যেন চোরেদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হচ্ছে।

রাতের আঁধারের চুরি করার পাশাপাশি এখন দিন দুপুরেও তাদের চুরি কান্ড খুব দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করছে। পুলিশ শত চেষ্টা করেও এই চুরির ঘটনা রুখতে এক প্রকার ব্যর্থ। মঙ্গলবার দিন দুপুরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধি, নারী সমিতির মিছিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** রাজ্য বিভিন্ন জায়গায় ক্রমবর্ধমান নারী নিযাতন ও ধষর্ণের ঘটনা বেড়েই চলেছে। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে সারা ভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতি বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে।মঙ্গলবার আগরতলার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করেন।

তাদের দাবি নারী সংক্রান্ত ঘটনার সাথে জড়িত দুর্বৃত্তদের অতিবিলম্ব গ্রেফতার করা হোক।ক্রমবর্ধমান নারী সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধির জেরে মঙ্গলবার আগরতলায় মিছিল করেন ভারতের গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। এদিন ভারতের কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেন তপন চক্রবর্তী তবুও এলাকার উন্নয়ন হয়নি, আক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** দীর্ঘ দিন এই চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে একজন মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু এলাকায় প্রকৃত কোন উন্নয়ন হয়নি। মঙ্গলবার কৈলাসহরের চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মনুভ্যালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নবনির্মিত ভৈরব থলি মন্দির ও কমিউনিটি হলের শুভ দ্বারদঘাটন করে এমনটাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।

মঙ্গলবার কৈলাসহরের চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মনুভ্যালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নবনির্মিত ভৈরব থলি মন্দির ও কমিউনিটি হলের শুভ দ্বারদঘাটন করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এলাকায় একটি কমিউনিটি হল ও মন্দির নির্মান করার জন্য। সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উদ্যোগ গ্রহণ করে জনগণের দাবি পূরণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দিন প্রথমবার সফর করে বলেন নিজে পরি দর্শনে না গেলে অনেক কিছু জানা যায় না। মানুষের সাথে কথা বলে দাবি দেওয়া ও সমস্যার সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এবং সে সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার উদ্যোগ নিতে পারে।

বর্তমান সরকার সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চলছে। আগামী দিনে চন্ডিপুর বিধানসভা এলাকায় প্রকৃত উন্নয়ন হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার, জেলা পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর সহ অন্যান্যরা। এই কর্মসূচি শেষে মুখ্যমন্ত্রী ছনতৈলের উদ্দেশ্যে যান ইন্দিরা নগরে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। এরপর সন্তোষ স্কুল মাঠে ঘরঘর সুশাসন এর অঙ্গ হিসেবে মেলার উদ্বোধন ও ভাষণ প্রদান করেন। এরপর চিড়াকুটিতে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদের ধর্ম গুরুর আশ্রম উদ্বোধন। সর্বশেষ আইটিআই প্রাঙ্গনে স্কিল, লোন ও চাকরি মেলার উদ্বোধন করেন ও ভাষণ দেন।

## জনজাতিদের মানসিক দিক থেকে উন্নত হতে হবে ঃ মন্ত্রী রামপদ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** জনজাতিদের মানসিক দিক থেকে উন্নত হতে হবে। সরকারী চাকুরী মানেই বসে বসে সময় নষ্ট করা নয়। মঙ্গলবার আগরতলা টাউন হলে এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ কথা বললেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রামপদ জামাতিয়া।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে মঙ্গলবার প্রাথমিক ক্লাসের জন্য সম্পূরক শিক্ষার অধীনে বিশেষ কোচিং সেন্টারগুলির টিউটর এবং তত্ত্বাবধায়ক ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিদের নিয়ে একদিবসীয় অভিযোজন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। টাউন হলে একদিবসীয় অভিযোজন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মা, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং, বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, জনজাতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প তুলে নেয়ার প্রতিবাদে জগবন্ধুপাড়ায় সড়ক অবরোধ এলাকাবাসীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ৬ ডিসেম্বর।।** ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন এ ডি সি ভিলেজে প্রায় প্রতিদিনই চলছে গ্রামীণ আন্দোলন। কখনো জলের দাবীতে, কখনো বিদ্যুতের দাবীতে আবার কখনো বা বেহাল সড়কের মেরামতের দাবীতে পথ অবরোধ সৃষ্টি করে চলেছে গ্রামীণ আম জনতা।

মঙ্গলবারও গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত জগবন্ধুপাড়ায় গন্ডাছড়া -আমবাসা -র মূল সড়কে পথ অবরোধে বসে সংশ্লিষ্ট এলাকার জাতি -জনজাতি অংশের লোকজন। মঙ্গলবার সাতসকাল থেকেই ওই পথ অবরোধ কেন জানতে চাইলে পথ

অবরোধকারীরা জানান গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত জগবন্ধুপাড়ায় প্রায় বিয়ালিশ বছরের পুরোনো একটি সি আর পি এফ জওয়ানদের একটি ক্যাম্প রয়েছে।

জগবন্ধুপাড়ার সকল অংশের মানুষের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ওই সি আর পি এফ ক্যাম্পটিই একমাত্র ভরসা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কৃষকদের আয় নিয়ে রাজ্য সরকার ভুল তথ্য দিয়েছে ঃ কৃষক সভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্তমান সরকার ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারা কথা রাখতে পারেনি। গত ৫৭ মাসে রাজ্যের কৃষকদের অবস্থা আরো বেশি দুর্বল হয়েছে। কিন্তু সরকারের প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এক বছরেই নাকি রাজ্যের নথিভুক্ত কৃষক ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৫৭ জনের আয় দ্বিগুণ হয়েছে। সরকারের এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল।

মঙ্গলবার সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই অভিযোগ তুললেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর। তিনি বলেন ২০১৮-১৯ সালে ধান উৎপাদন হয়েছে ১১,৯০,২৬৮ মেট্রিক টন। সরকার কর্তৃক তৎকালীন সময়ে ধান ক্রয় করা হয়েছিল ১০,৪০৬ মেট্রিক টন। এর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৫৭ ▫ ৭ ডিসেম্বর ২০২২ ইং ▫ ২০ অগ্রহায়ণ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

## সংবিধান দিবসের ভাবনা

ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে আজকের দিনটা 'সংবিধান দিবস' হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্ব দাবি করে। ১৯৪৯ সালে, সংবিধান সভার ১১তম অধিবেশন শেষে, এই দিন আমাদের সংবিধান গৃহীত হয়। যদিও চালু হতে আরও ১৪ মাস লেগে যায়। এমন দিন উপলক্ষ করে জনমানসে এই সংবিধান কতটা 'আমাদের' হইয়া উঠিল তাহার অল্পস্বল্প হিসাবনিকাশ করা যাইতে পারে।সংবিধানের প্রস্তাবনায় শুরুতে আছে, 'আমরা ভারতের জনগণ সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প করিয়া এই সংবিধান গ্রহণ করিতেছি, বিধিবদ্ধ করিতেছি, এবং আমাদিগকে অর্পণ করিতেছি।' প্রশ্ন হইল, অর্পণ তো করিয়া বসিলাম, কিন্তু নিজেদের সংবিধান আপন হইল কি? লোকতন্ত্র স্বীকৃতি পাইল, কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র পরিচালনার চাবিকাঠি এই সংবিধান কি একটা আইনি নথি হইয়াই থাকিল? কতদূর তাহা সমাজে, সাধারণ মানুষের মননে সম্পৃক্ত হইল?

ভারতের সংবিধান মূলত 'এলিট' ঐকমত্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট নথি, এরকম বক্তব্য আছে। এটা ঘটনা যে, সংবিধান-প্রণেতাদের অধিকাংশই আসিছিলেন সমাজের উচ্চতম পর্যায় থেকে। ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর থেকে টানা ২ বছর ১১ মাস ধরিয়া সংবিধান সভায় যে-বিতর্ক চলে তাহাতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন এই শ্রেণির মানুষজন। ওই সভায় মধ্যবর্গের লোকজন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল নগণ্য। নারী প্রতিনিধি ছিল মাত্র ২০ শতাংশ! খসড়া কমিটি ছিল নারীবর্জিত। তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণের সুযোগ তাহাদের বিশেষ মিলেনি। এ-কথাও বলা হয়--- ব্রিটিশ সংবিধান, ব্রিটিশ সংসদ-প্রণীত 'ভারত শাসন আইন' (১৯৩৫) ও যুক্তরাষ্ট্র-সহ কয়েকটা বিদেশি দেশের সংবিধান ঘাটিয়া তৈরি এই সংবিধান ততটা ভারতের জমি-নির্ভর নয়। গলদ কি তাহা হইলে গোড়াতেই?

সংবিধান সভার বিতর্কের গঠন, গতিপ্রকৃতি ও সদস্যদের ভূমিকা নিয় নিয়া সমালোচনার অবকাশ আছে। কিন্তু তাঁহাদের এক ধরনের সদিচ্ছা ছিল। সদ্যস্বাধীন দেশে রাষ্ট্রনির্মাণের সদিচ্ছা, যাহা সংবিধান জুড়েই প্রকাশ পাইয়াছে।কোনও সংবিধানই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়, ভারতের সংবিধানও এই বিধানের ব্যতিক্রম নয়। আর তাহা নয় বলিয়াই, প্রণেতারা ভারতের সংবিধানকে 'জীবন্ত নথি' বলিয়া অভিহিত করেন। এর অর্থ, সময়ের সঙ্গে তাল মিলাইয়া এই সংবিধানে পরিবর্তন করা যাইবে। শতাধিক সংশোধন একদিকে সংবিধান রূপকারদের এই বক্তব্য বাস্তবায়িত করিয়াছে। তবে, এর অন্যদিকও আছে।

সংবিধানের জিয়নকাঠি তো জনগণ। সংবিধান প্রাসঙ্গিক হইয়া ওঠে জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততায়। যেহেতু 'We the People' শব্দবন্ধ আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে ধার করিয়াছি, এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ওই দেশে ১৭৮৭-'৮৮ সালে সংবিধান অনুমোদন প্রক্রিয়ায় 'জনগণ' ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। সংবাদপত্র, কফি হাউস, হইয়াওঠে আলোচনার জায়গা। এ বিষয়ে পলিন মাইয়ার-এর বই ÒRATIFICATION- THE PEOPLE DEBATE THE CONSTITUTION, ১৭৮৭-১৭৮৮' (২০১০) উল্লেখযোগ্য। ভারতে জনগণের এমন সুযোগ জোটেনি। পরিস্থিতিও ছিল অন্যরকম। সাত দশক পার হইয়া গেলেও এখানে সংবিধান চেতনায় জনগণকে শামিল করার কাজে বেশ ঘাটতি থাকিল। তাহা বলে সাধারণ মানুষ যে একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয় বসে আছে তাহা নয়। সংবিধানের অন্যতম চালিকাশক্তি আইনের অনুশাসন যত পিছু হটিবে, সংবিধানের দৃশ্যমানতা ও তার মূল উদ্দেশ্য সাধিত করিবার প্রচেষ্টাও শাসকদের বাগাড়ম্বরে ক্রমশ গৌণ হইয়া যাইবে।

দেশে ভোটতন্ত্র রাজনীতিকদের হাতে যে 'পরিশীলিত' রূপ পাইয়াছে তাহাতে নিশ্চিতভাবে তাঁহারা-ই নানা রূপে ক্ষমতায় থাকিবেন।

## শীতকালীন অধিবেশনের সব বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত সরকার : সংসদীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের একদিন আগে মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকে সরকার সব দলের নেতাদের কাছে এ অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহযোগিতা করার আবেদন জানায়। বৈঠকে সরকার সব বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে।

সংসদ ভবন কমপ্লেক্সে আয়োজিত সর্বদলীয় বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী, তৃণমূল কংগ্রেসের ডেরেক ও''ব্রায়েন, কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ সমস্ত দলের নেতারা অংশ নেন। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বলেন, আজ অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে ৪৭টি দলের মধ্যে ৩১টি দলের নেতারা অংশ নিয়েছেন। বিরোধী দলের নেতারা কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, যা লক্ষ্য করা গেছে।

কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর খ্রিস্টান সমাজ এবং বড়দিনের উৎসবকে অবহেলার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে জোশী বলেন, "আমরা বড়দিনকে অবহেলা করছি বলে অভিযোগের নিন্দা জানাই। ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ছুটি থাকবে। জোশী বলেন, সরকার প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। স্পিকার ও চেয়ারম্যানের অনুমতির পর সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে।

## বড়দিন নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ খণ্ডন করলেন যোশী, বললেন ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ছুটি থাকছে

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বড়দিন নিয়ে বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগ খণ্ডন করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকের পর তিনি বলেছেন, ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর তো ছুটি থাকছে। সাধারণত সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয় নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। ডিসেম্বরে বড়দিনের ঠিক আগেই তা শেষ করা হয়। গত বছর যেমন ২৯ নভেম্বর থেকে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছিল। শেষ হয়েছিল ২৩ ডিসেম্বর। কিন্তু, এবার পিছিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন।

আর তাই নিয়েই প্রথম থেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের। মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকের পর কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'হিন্দু এবং মুসলমানদের মতো, খ্রিস্টানদেরও নিজস্ব উৎসব রয়েছে, তাই তাঁদেরও উৎসব উদযাপন করার সুযোগ পাওয়া উচিত।' এ প্রসঙ্গে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, 'সর্বদলীয় বৈঠকে ৪৭টির মধ্যে ৩১টি দল অংশ নিয়েছে। বিরোধী দল থেকে কিছু পরামর্শ এসেছে এবং আমরা সেগুলি নোট করেছি। আমরা বড়দিন উপেক্ষা করছি এই অভিযোগের নিন্দা জানাই। ২৪ এবং ২৫ ডিসেম্বর ছুটি থাকবে।' বুধবার, ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে মঙ্গলবার। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী, প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সংসদের উভয় সভার অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই বৈঠকে, সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা আহ্বান করা হয়। কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী এদিন বলেছেন, আমরা কলেজিয়াম ব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্র ও বিচারব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় সংস্থার অপব্যবহার, ভারত-চিন সীমান্ত পরিস্থিতি, জম্মু ও কাশ্মীরে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঝুঁকি, হিন্দি বিতর্ক, ফেডারেল কাঠামোর মতো বিষয়গুলি সামনে রেখেছি।'

# ভারতের আদর্শ জীবন দর্শন গীতা

**দিগন্ত চক্রবর্তী**

আপনার বহুল প্রচলিত সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে চিঠি বিভাগে আমি আমার বক্তব্য প্রকাশ করতে চাই।যদি পত্রটি মুদ্রণের উপযুক্ত মনে করেন তাহলে প্রকাশ করার অনুরোধ রইল।

গীতা উপনিষদেরই ভাষ্য। গীতার বিষয়বস্তু হলো আত্মতত্ত্ব। মানব ও প্রকৃতির বন্ধন ও পারস্পরিক নির্ভরতার কথায় ভগবত গীতার উপদেশ আছে।

কিন্তু গীতার কথা উঠলে এই প্রশ্ন আমাদের মনে আসে, যে কেন গীতাই ভারতের আদর্শ জীবন দর্শন?

বর্তমান সময়ে প্রতিটি মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ। আর ভগবত গীতার উদ্দেশ্যই হলো মনুষ্য সমাজকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়া। প্রতিটি মানুষই নানা কারণে দুঃখ ভোগ করছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার জন্য আমরা বুঝতেই পারি না কেন আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি।তবু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝতে পারে কেন সে দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। তখন সে নিজেকে প্রশ্ন করা শুরু করে "আমি কে?" এবং "আমি কেন দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি?"কিন্তু এইরকম মানুষের সংখ্যা খুবই কম। হাজারে হয়তো দুই বা একজন।

গীতা হচ্ছে এমন একটি গ্রন্থ যার মধ্যে "আমি কে? "এই ধরণা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত আছে। অর্থাৎ গীতা পাঠের মাধ্যমেই অন্তর দর্শন সম্ভব। গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয় তখন কর্ম ও জ্ঞান মার্গীয় সন্ন্যাসী দার্শনিকদের মধ্যে বিরোধ ছিল।জ্ঞান মার্গকে যারা বিশ্বাস করতেন তারা মনে করতেন আত্মজ্ঞান লাভই মোক্ষ বা মুক্তির একমাত্র পথ। গীতাকার তাঁর নিস্কাম কর্মের মহান বানি আদর্শ প্রচার করে পরস্পর বিরোধী দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান ঘটান। স্বামী বিবেকানন্দ আলমবাজার মঠে থাকাকালীন সতীর্থদের সঙ্গে, কখনো বা যুবক শিষ্যদের সঙ্গে গীতার বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন।১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের ৪২ তম অধিবেশনে স্বামীজী নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেছিলেন, সেখানে গীতার প্রসঙ্গকেই সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন।১৯০০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যখন একাধিক সভায় বক্তৃতা করছিলেন তখনও তিনি গীতার বিষয়গুলিকে ব্যক্ত করেছেন। মানুষই যে অনন্ত শক্তির আধার, সর্বশক্তিমান সেকথা তিনি বলেছেন বারংবার। তাঁর প্রিয় একটি শ্লোক, ' সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম/ বিনশ্বৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। সমং পশ্যনহি সর্বত্র সমবস্থিত মীশ্বব ম/ন হিনস্ত্যত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম (গীতা ১৩। ২৭-২৮)

বিনাশশীল সর্বভুতের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি সমভাবে অবস্থিত দেখেন তিনি যথার্থ দর্শন করেন। কারণ ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি নিজেকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরম গতিপ্রাপ্ত হন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে কর্মযোগের শিক্ষা দিয়েছেন সেটা বিবেকানন্দকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।আমরা যেসব কাজ প্রতিনিয়ত করি তার প্রত্যেকটি যে শুভ ফল দেয় তা তো নয়। আগুনের তেজ ও দীপ্তি সত্য কিন্তু তার চারপাশে যে ধোঁয়া সেটিও কিন্তু মিথ্যা নয়।কাজেই এমন কোন শুভ কর্ম থাকে না যেখানে অশুভের সামান্য স্পর্শ নেই।কিন্তু সেজন্যে কাজ বন্ধ থাকা উচিত নয়। স্বামীজীর মতে আমাদের এমন কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত, যার দ্বারা অধিক পরিমাণে শুভ ও অল্প পরিমাণে অশুভ হয়।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে সানফ্রান্সিসকোতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন বিবেকানন্দ।সেখানে কর্মযোগের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন, যে জ্ঞানী যদি জীবনের উচ্চতম অবস্থা হয় তবে কর্মকে কেন তিনি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন? গীতাকে অনুসরণ করে বড় চমৎকার করে বললেন, বিবেকানন্দ যে প্রকৃতির গুণগুলি আমাদের বাধ্য করে কাজ করতে।গীতার ৩ /১ সংখ্যক স্লোককে অনুসরণ করে স্বামীজী বুঝিয়ে বললেন, যে মানুষটি বাইরের কাজ বন্ধ করে মনে মনে কাজের চিন্তা করেন, সেই বিষয়ে ভাবেন, স্বভাবতই কোনোও কিছুই তিনি লাভ করতে পারেন না। কিন্তু যে মানুষ মনের শক্তি দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশীভূতি করে কাজ করে চলেন, তিনি আগের জনের থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই কাজই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। নিজের জীবন দিয়ে তিনি তা বুঝিয়েছেন। জোরের সাথে তিনি বলতে পেরেছেন, ' শ্রীকৃষ্ণ সব কাজই করেছিলেন, কিন্তু আসক্তি বর্জিত হয়ে। তিনি সংসারে ছিলেন বটে কিন্তু কখনোই সংসারে হয়ে যাননি। সকল কাজ কর কিন্তু অনাসক্ত হয়ে করো। কাজের জন্যই কাজ করো, কখনো নিজের জন্য করো না।' ( বাণী ও রচনা, ৪ র্থ খন্ড, পৃ: ২১৭)। বিবেকানন্দের মতোই শ্রী অরবিন্দ বাসুদেব কৃষ্ণকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সাধনপথে-- বাসুদেবঃ সর্বম ( গীতা ৭/১৯)। শ্রী অরবিন্দ গীতা কে ' The Divine Teacher বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে মহাভারতের বিচিত্র ঘটনা প্রবাহ বা ঘাত প্রতিঘাতে কৃষ্ণ কখনোই নিজেকে সেরা বলে প্রমাণ করতে চাননি। অথচ সমস্ত ঘটনা প্রবাহ ছিল তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। অর্জুনের সমস্ত শক্তির উৎসও ছিলেন তিনি। কৃষ্ণের শক্তি - বীর্যসত্তা সবটুকু নিয়োজিত বৃহত্তর মঙ্গল কামনায়। সেখানে তার নিজের ব্যক্তি সুখ চরিতার্থের প্রশ্ন নেই, নেই অর্জুনের লক্ষ্য পূরণের অভিলাষ।

শ্রী অরবিন্দ গীতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মনের কথা বলেছেন। মানুষ মনোময়, সেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মনোময় রাজ্যের মানুষকেই হতে হবে বুদ্ধ,প্রবুদ্ধ ও সম্বুদ্ধ। মানুষের মন সংকীর্ণতায় পরিপূর্ণ। গীতায় সেই কামনা বাসনা ইন্দ্রিয়সুখকে দূরে সরাবার কথাই প্রকাশিত। যে Spirit মানুষের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তাকে স্বাধীন হতে হবে-- এই স্বাধীনতা তো কোনোও রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়, এর প্রকৃতি বিভিন্ন, It will be vigilant to illuminate them so that they may grow into the light and law of the spirit– not by supervision and restriction– but by a self searching– self controlled expansion and a many sided finding of their greatest– highest and deepest potentialities– for all these are potentialities of the spirit Sri Aurobindo– Vol. XV. p- ১৭০)। নিষ্কাম বা স্বার্থশূন্য হলেই আলোকপ্রাপ্ত মন ঊর্ধতর মানষ বিভাসিত মন ছাড়িয়ে অধিমানষের রূপরেখা অতিক্রম করে উপনিত হবে অতিমানষের জগতে। কর্মবন্ধন কেটে যাবে তখনই। শ্রীকৃষ্ণের যে কর্ম, তা সম্ভব হয়েছিল নিজের মনকে বশীভূত করতে সমর্থ হওয়ার কারণেই।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় যখন বিপ্লবীরা যখন ধরা পড়তেন তখন তাদের পকেট থেকে মিলতো পবিত্র শ্রীমদভগবদ্গীতা। ১৮ বছর বয়সে যখন ক্ষুদিরাম বসু কে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হয় তখন তিনি হাসছেন। বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন মৃত্যুদণ্ড শুনে তোমার ভয় করছে না? ছোট্ট ক্ষুদিরাম উত্তর দিলেন, ' আমি গীতা পড়েছি, মৃত্যু ভয় আমার নেই'। প্রাচীন কাল থেকে আজও মানুষের জীবনপদ্ধতির সাথে অঙ্গাঙ্গিনভাবে জড়িয়ে রয়েছে গীতার জীবন দর্শন।

# কৃষ্ণগহ্বর: তলাবিহীন কুয়া

**আবুল বাসার**

১৯১৬ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গন। প্রায় দুই বছর তুমুল যুদ্ধ চলছে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে। একদিকে একজোট হয়ে লড়ছে রাশিয়ার জার সম্রাটের বাহিনী ও রোমানিয়া। অন্যদিকে জোট বেঁধেছে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য, বুলগেরিয়া, জার্মান সাম্রাজ্য ও অটোমান সাম্রাজ্য। এমনই যুদ্ধবিধ্বস্ত এক শীতের সকাল। সূর্য ওঠার আগেই শুরু হয়ে গেছে দুই পক্ষের লড়াই। চারদিকে মুহুর্মুহু গোলাগুলি আর গোলা বিস্ফোরণের শব্দ।

আচমকা ঘুম ভাঙল কার্ল শোয়ার্জশিল্ডের। চোখ খুলতেই জানালার পাতলা পর্দা ভেদ করে তিরের মতো ছুটে এল শীতের রোদ। তীক্ষ্ণ ফলার মতো বিঁধতে লাগল তাঁর দুই চোখে। ঝট করে চোখ আবারও বন্ধ করতে বাধ্য হলেন তিনি। ক্ষণিকের জন্য সবকিছু অন্ধকার। একদম ব্ল্যাকআউট। সেই অবস্থায় দেহে তীব্র ব্যথা টের পেতে লাগলেন আবারও। তারপর নিজেকে আবিষ্কার করলেন হাসপাতালের বিছানায়।

অনেক দিন হয়ে গেল ভীষণ এক যন্ত্রণায় ভুগছেন শোয়ার্জশিল্ড। সে কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপনকে বিদায় জানাতে হয়েছে। এখন ঘুমাতেও প্রচণ্ড কষ্ট হয়। কিন্তু ব্যথার কাছে হার মানতে রাজি নন তিনি। অন্যের করুণা দূরে থাকুক, নিজেকে নিজেও কোনো করুণা করতে চান না। ব্যথা ভুলে থাকতে অন্য কিছুতে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করেন। হাসপাতালের ছোট্ট বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়। সে আকাশ-পাতাল ভাবনার অনেকটাই গাণিতিক। পাতার পর পাতা অঙ্ক কষে অদ্ভুত সব হিসাব-নিকাশ করেন। গত রাতেও অঙ্ক কষেছেন।

১৮৭৩ সালের ৯ অক্টোবর জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে জন্ম কার্ল শোয়ার্জশিল্ডেরএক ইহুদি পরিবারে। তবে নিজের ইহুদি পরিচয় তিনি লোকজনকে জানাতে পছন্দ করতেন না।

সে কথা মনে পড়তেই হিসাবের খাতাটার খোঁজে বিছানার পাশের ক্যাবিনেটের দিকে চকিতে তাকালেন। ক্ষণিকের জন্য ভেবে আতঙ্কিত হলেন, গত রাতে যে গাণিতিক হিসাব কষেছেন, সেটা কি কোনো স্বপ্ন ছিল! নাকি সত্যি! কিন্তু না, বৈজ্ঞানিক পেপারটা নির্ধারিত জায়গায় দেখা গেল। যাক, সবকিছু এখন সত্যি বলে মনে হচ্ছে। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন শোয়ার্জশিল্ড।

গত রাতে শুধু কাগজ-কলম আর নতুন এক সমীকরণ সম্বল করে মহাবিশ্ব সম্পর্কে অসাধারণ একটা বিষয় উন্মোচন করেছেন তিনি। তাঁর হিসাবে দেখা গেছে, মহাকাশে এমন একধরনের বস্তুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, যা এককথায় অবিশ্বাস্য। সে বস্তুর ভর হতে পারে দানবীয়। দুঃস্বপ্নের মতো এক বস্তু। ভাবনাটা বেশি দূর এগোল না। নার্স এসেছে সকালের ড্রেসিং করাতে। শোয়ার্জশিল্ডের প্রতিদিনের সকালের রুটিনটা খুবই ক্লান্তিকর। সময়ও নষ্ট হয় ঢের বেশি। কাজে বাধা পান। এ সময় ধবধবে সাদা ইউনিফর্মে ঢাকা নার্সরা তাঁর আইসোলেশন রুমে এসে ঢোকে। ধীরে ধীরে যত্ন নিয়ে তাঁর গায়ের দগদগে ঘা পরিষ্কার করতে শুরু করে তারা। বিশ্রী ঘা—টা ক্রমেই তার পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। এরপর তাঁকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে বিছানার রক্তমাখা চাদরটা বদলে দেয় নার্সরা।

নার্সরা চলে যাওয়ার আগে ট্রেতে নরম রুটি ও গরম দুধ রেখে যায়। দুধে রুটি ভিজিয়ে ধীরে ধীরে চিবোতে থাকেন কার্ল শোয়ার্জশিল্ড। এখন একমাত্র এই খাবারই তিনি সহ্য করতে পারছেন। অন্য কোনো খাবার খেলেই ফোসকাজাতীয় সমস্যাটা আরও বেড়ে যায়। রুটি খেতে খেতে দূরাগত গুলির শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। একে একে মনে পড়তে লাগল, পূর্ব রণাঙ্গনের এই হাসপাতালে তিনি কীভাবে আর কেন এলেন।

১৯১৪ সালে ইউরোপে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছিল। ইতিহাসে সেটাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নামে কুখ্যাত। শোয়ার্জশিল্ড এই যুদ্ধে না এলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না। তাঁর বয়স তখন ৪০ বছর। এ বয়সে এখানে আসতে বাধ্যও ছিলেন না তিনি। জার্মানির রাজধানীতে বার্লিন অবজারভেটরিতে বসে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করলেই পারতেন। জার্মান বিজ্ঞানে সম্মানজনক চাকরিগুলোর অন্যতম এ পদ। কিন্তু সবকিছুর মূলে ছিল জার্মানিতে ক্রমবর্ধমান অ্যান্টিসেমিটিজম বা ইহুদিবিদ্বেষ। ১৮৭৩ সালের ৯ অক্টোবর জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে জন্ম কার্ল শোয়ার্জশিল্ডেরএক ইহুদি পরিবারে। তবে নিজের ইহুদি পরিচয় তিনি লোকজনকে জানাতে পছন্দ করতেন না। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার আগমুহূর্তে একটা উইল করেছেন তিনি। তাতেও কঠিন এক শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। সেখানে স্ত্রীকে কড়াভাবে বলেছেন, তিনি যে জাতে ইহুদি, সেটা তাঁর সন্তানদের বয়স ১৪ বা ১৫ বছরের আগপর্যন্ত যেন জানানো না হয়। সেক্যুলার জীবনযাপন করতেন তিনি। ইহুদিদের উপাসনালয় সিনাগগেও যেতেন না। জার্মানিতে ইহুদিবিদ্বেষ ক্রমেই বাড়ছিল। তারপরও ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে কিছু বলার কথাও ভাবেননি কখনো। তাঁর ধারণা, ইহুদিবিদ্বেষের তীব্র স্রোত রুখতে হলে ইহুদিদের এমন কিছু করা উচিত, যাতে তারাও যে দেশপ্রেমী জার্মান, তাতে কারও কোনো সন্দেহ না থাকে। ঠিক এ কারণেই ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মে ইউরোপজুড়ে একের পর এক অশুভ ঘটনা ঘটতে শুরু হওয়ার পর তার মনে হয়েছিল, এটাই নিজেকে দেশপ্রেমী প্রমাণ করার সুবর্ণ সুযোগ। তাই পিতৃভূমিকে রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন শোয়ার্জশিল্ড। কাইজারের সেনাবাহিনীতে তিনি যোগ দেওয়ার পর থেকে ১৮ মাস পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে বেলজিয়ামের আবহাওয়া স্টেশন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন শোয়ার্জশিল্ড। ফ্রান্সে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গোলন্দাজ বাহিনীর গোলার গতিপথ হিসাব করেছেন। অবশেষে বদলি হয়েছেন এই ইস্টার্ন ফ্রন্ট বা পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে।

এখানে আসার কিছুদিন পর তাঁর মুখে হঠাৎ আলসার দেখা দেয়। শুরুতে ভেবেছিলেন, যুদ্ধের ময়দানে একটানা কাজের চাপে ক্লান্তির কারণে হয়তো এমনটি হচ্ছে। ১৯১৫ সালের শীতকালটা ছিল হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। নিজের পরিবারের কাছ থেকে দূরে থাকার কারণে মানসিক চাপেও ছিলেন তিনি। কিন্তু আলসারটা ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠতে লাগল। পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়ল। অচিরেই সারা গায়েও দেখা দিল রক্তভরা গোটা গোটা ফোসকা। সঙ্গে দেহের অধিকাংশ জায়গায় তীব্র ব্যথা। সেসব জায়গায় ঘা হতেও খুব বেশি দেরি হলো না। ফোসকাগুলোও অনেকটা ঢেউয়ের মতো আসে-যায়। এই বাড়ে তো এই কমে। কখন বাড়বে বা কমবে, তা আগাম বলারও উপায় নেই।

সূর্যের চারপাশে বুধ গ্রহের খাপছাড়া কক্ষপথ। অনেকদিন ধরেই এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেননি বিজ্ঞানীর। অবশেষে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ব্যবহার করে এর নিখুঁত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়।

দুর্বিষহ অবস্থায় রণাঙ্গনে শুয়ে শুয়ে কদিন ধরে বৈজ্ঞানিক একটা প্রবন্ধ দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন কার্ল শোয়ার্জশিল্ড। বাধ্য হয়ে যুদ্ধের ময়দানে হাসপাতালে ভর্তি হন শোয়ার্জশিল্ড। চিকিৎসকেরা শুরুতে বেশ ধাঁধায় পড়লেন। কিছুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বোঝা গেল, তাঁর রোগটার নাম পেমফিগাস ভালগারিস। ত্বকের অদ্ভুত ধরনের একটা রোগ। বেশ বিরলও বটে। এ অসুখে আক্রান্তদের নিজেদের দেহ নিজের ত্বককে আক্রমণ করে বসে। কিন্তু এর কারণ কেউ জানে না। ইহুদিদের মধ্যে রোগটা বেশ দেখা যায়। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপ থেকে আসা আশকেনাজিস গোত্রের ইহুদিদের মধ্যে। হাসপাতাল থেকে তাঁকে বলা হলো, তাদের কাছে এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তারপর থেকেই অজানা ভবিষ্যতের প্রহর গুনছেন তিনি। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে সবকিছু জানার কৌতূহল ছিল শোয়ার্জশিল্ডের। তাই ব্যথায় কাতর না হয়ে বিজ্ঞানের পেছনে সময় কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন শোয়ার্জশিল্ড।

চিকিৎসকেরা সম্ভবত তাঁকে খরচের খাতায় ফেলেছেন। তিনিও বুঝতে পারছিলেন, তাঁর অবস্থাটা সম্ভবত বেঁচে থাকার পক্ষে হুমকি। কারণ, দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ হলো ত্বক বা চামড়া। ত্বকের ভেতর দিয়েই আমাদের দেহ থেকে ঘাম বের হয়। ঘামের কারণে দেহের অতিরিক্ত তাপ বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়। তাই ত্বক না থাকলে এই প্রক্রিয়াটা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার বাইরের ক্ষতিকর রোগজীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় ত্বক। কিন্তু গোটা গায়ে দগদগে ঘা হলে সব ধরনের জীবাণুর আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এ রকম দুর্বিষহ অবস্থায় রণাঙ্গনে শুয়ে শুয়ে কদিন ধরে বৈজ্ঞানিক একটা প্রবন্ধ দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন তিনি। অবশেষে গত রাতেই সেটা লেখা শেষ হয়েছে। এবার গাণিতিক হিসাবগুলো আরেকবার পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করলেন। তাঁর হিসাবে কি কোনো ভুল হয়েছে? ফলাফলটা কি সঠিক? এই যুদ্ধক্ষেত্রে এসব নিয়ে আলোচনা করার মতোও আশপাশে কেউ নেই। কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি যা ভাবছেন, তাকে বলা যায় 'ভাবনার অদ্ভুত সাগরে নিঃসঙ্গ অভিযান'। অনেকটা নিউটনের মতো। এই গণনায় তিনি নিউটনের বহুল আলোচিত মহাকর্ষ সূত্র ব্যবহার করেননি। তার বদলে ব্যবহার করেছেন একবারে টাটকা আর নতুন মহাকর্ষ তত্ত্ব। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব। মাত্র কদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে সেটা। তত্ত্বটির সেই মেধাবী আর প্রতিভাবান স্রষ্টার কথা বাদ দিলে সম্ভবত তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই তত্ত্ব ব্যবহার করে কোনো গণনা করলেন। সম্ভবত তিনিই তত্ত্বটা গভীরভাবে বুঝতে পেরেছেন। আবার এতে সবচেয়ে দক্ষও বটে। মহাকর্ষের নতুন সে তত্ত্বের স্রষ্টার নাম আলবার্ট আইনস্টাইন। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব চূড়ান্তভাবে প্রণয়নের আগেই আইনস্টাইন বুঝতে পারেন যে স্থান-কালের বক্রতার কারণে দূর নক্ষত্রের আলো সূর্যের পাশ দিয়ে পৃথিবীতে আসার সময় তার গতিপথ বেঁকে যায়।

**দুই**

হাতে গোনা কয়েক দিন শোয়ার্জশিল্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আইনস্টাইনের। তখন দুজনের মধ্যে দু-একটা বাক্য বিনিময় হয়েছে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। অবশ্য এর পেছনে কিছু কারণও ছিল। একে তো শোয়ার্জশিল্ডের কর্মক্ষেত্র বার্লিন অবজারভেটরির অবস্থান পটসড্যামে। বার্লিন শহরের বাইরেই বলা যায় জায়গাটাকে। অন্যদিকে আইনস্টাইনের অফিস কাইজার উইলহেম ইনস্টিটিউট ফর ফিজিকস। সেটা শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে। তাই দুজনের দেখা---সাক্ষাৎ হতো কদাচিৎ। তবে আইনস্টাইনের গবেষণা সম্পর্কে ঠিকই খোঁজখবর রাখতেন শোয়ার্জশিল্ড। একটা মহাকর্ষের তত্ত্বের পেছনে আইনস্টাইন যেভাবে প্রায় এক দশক ধরে ছুটেছেন, সে কথা তাঁর ভালোই জানা ছিল। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সঙ্গে মহাকর্ষকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে এত দীর্ঘ সময় খেটেছেন আইনস্টাইন।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব নানা দিক দিয়ে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। দুটিকে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়। এই বিশেষ তত্ত্বে আলোর গতিকে সর্বোচ্চ বলে ধরে নেন আইনস্টাইন। আলোর গতিই মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ গতিসীমা। অন্যদিকে নিউটন ধরে নিয়েছিলেন, সূর্যের মতো কোনো বস্তুর মহাকর্ষ মহাবিশ্বের সব সময় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যাবে। মানে, মহাকর্ষও অসীম বেগে ছড়িয়ে পড়ে। নিউটনের তত্ত্ব বলে, সৌরজগৎ থেকে সূর্যটা টুপ করে উধাও হয়ে গেলে তার প্রভাব আমরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারব। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্ব বলে সেটা অসম্ভব। আবার আইনস্টাইন মনে করেন, সব ধরনের শক্তি হলো মহাকর্ষের উৎস। কারণ, সব শক্তিরই একটা কার্যকর ভর রয়েছে। কিন্তু নিউটনের ধারণা ছিল, মহাকর্ষের উৎস শুধু ভর। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব চূড়ান্তভাবে প্রণয়নের আগেই আইনস্টাইন বুঝতে পারেন যে স্থান-কালের বক্রতার কারণে দূর নক্ষত্রের আলো সূর্যের পাশ দিয়ে পৃথিবীতে আসার সময় তার গতিপথ বেঁকে যায়। আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বের সমীকরণ ব্যবহার করে এমন এক ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, যা যাচাই করে দেখা সম্ভব। কতটুকু বেঁকে যাবে, তা—ও অঙ্ক কষে বের করলেন। কিন্তু দিনের বেলায় তো নক্ষত্র থেকে আসা কোন আলো সূর্যের পাশে কতটুকু বেঁকে যায় তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। একমাত্র উপায়, সূর্যগ্রহণের সময় নক্ষত্রগুলোর আলো পরিমাপ করে দেখা। হিসাব করে দেখা গেল, আসন্ন সূর্যগ্রহণ ২৪ আগস্ট, ১৯১৪। দেখা যাবে রাশিয়ার ক্রিমিয়া থেকে।

দীর্ঘদিন খাটাখাটুনির পর অবশেষে ১৯১৫ সালের শেষ দিকে সঠিক সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব খুঁজে পান আইনস্টাইন।

এটা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ১৯১৪ সালে প্রমাণের চেষ্টা করেন শোয়ার্জশিল্ডের সহকর্মী আরউইন ফ্রেনডিচ। সে জন্য দুজন সঙ্গীসহ ক্রিমিয়া রওনা হন তিনি। তত দিনে ইউরোপে দাবানলের মতো যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। সেই যুদ্ধে জার্মান আর ক্রিমিয়া পরস্পরের প্রতিপক্ষ। এই তিন বিজ্ঞানী তখন শত্রুপক্ষের লোক। কাজেই তাঁরা আটক হলেন রুশ সেনাবাহিনীর হাতে। স্থান হলো সোজা শ্রীঘরে। মাসখানেক জেলে খাটার পর সেপ্টেম্বরের শেষে দুই দেশের যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের সময় তাঁরা ছাড়া পান। দীর্ঘদিন খাটাখাটুনির পর অবশেষে ১৯১৫ সালের শেষ দিকে সঠিক সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব খুঁজে পান আইনস্টাইন। সে বছরের নভেম্বরে জার্মানির প্রুশিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেসে মহাকর্ষের নতুন এই তত্ত্বের চারটি পেপার উপস্থাপন করেন তিনি। এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের একটা নতুন আর অপ্রত্যাশিত কিছু চিত্র পাওয়া যেতে লাগল। নিউটনের সূত্রমতে, সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে মহাকর্ষ বল এমন থাকে, যেন অদৃশ্য কোনো দড়ি দিয়ে এই বস্তু দুটিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ফলে সূর্যের চারপাশের কক্ষপথে চিরকালের জন্য বাঁধা পড়ে পৃথিবী। কিন্তু আইনস্টাইন নতুন তত্ত্বে বললেন, নিউটনের এই ধারণা আসলে ভুল। **ক্রমশ :**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# ভূপতিনগর বোমাকাণ্ডে তদন্ত চেয়ে মামলা হাই কোর্টে

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : ভূপতিনগর বিস্ফোরণে কেন্দ্রীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা হল কলকাতা হাই কোর্টেও। বিস্ফোরণের ঘটনার এনআইএ তদন্ত চেয়ে মামলাকারী আদালতে বলেছেন, ঘটনাস্থল থেকে তথ্য প্রমাণ লোপাট করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী অনিন্দ্যসুন্দর দাস। এ ব্যাপারে মামলা করার অনুমতি চেয়ে এবং দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়নি ফরেন্সিক দল। তাই সমস্ত তথ্য প্রমাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গত শুক্রবার রাতে কাঁথির ভগবানপুর-২ ব্লকের ভূপতিনগর থানার অর্জুননগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নাড়ুয়াবিলা গ্রামে তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতির বাড়িতে আচমকাই বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় উড়ে যায় ওই তৃণমূল নেতা রাজকুমার মান্নার বাড়ির ছাদ। মৃত্যু হয় আরও দুই ব্যক্তির।ঘটনাচক্রে, এই বিস্ফোরণের ঘটনার পরের দিন সকালে কাঁথিতেই সভা করার কথা ছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এর পরই কাঁথির বাসিন্দা বিজেপি নেতা তথা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু বিস্ফোরণের ঘটনার এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে চিঠি দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। কিন্তু বিস্ফোরণের পর ৭২ ঘণ্টা কেটে গেলেও এনআইএ তদন্ত শুরু হয়নি। এর মধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার অধীনে তদন্তের দাবিতে মামলা হল। মামলাকারীর বক্তব্য শোনার পরই প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ মামলা করার অনুমতি দেন। মঙ্গলবারই মামলাটির শুনানি হতে পারে বলে আদালতসূত্রে খবর।প্রসঙ্গত, ভূপতিনগরের ঘটনার আগের দিনই পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানায় বাজেয়াপ্ত করা বাজির বিস্ফোরণে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত্যু হয়েছিল। জনস্বার্থ মামলায় এই বিষয়টিরও উল্লেখ রয়েছে।

## মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে হাই কোর্টে মামলা

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। জুনিয়র ডাক্তারদের বিক্ষোভের জেরে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেখানে। বন্ধ আউটডোরের দরজা, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি। ব্যাহত রোগী পরিষেবা। ঘেরাও তুলে, হাসপাতালের দরজা খুলে দেওয়া হোক রোগীদের জন্য। পরিজনদের হাসপাতালে প্রবেশ করতে দেওয়া হোক। রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হোক। এমনই একাধিক আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন রোগীর আত্মীয়রা। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও যুক্ত করে মামলা দায়ের হয়েছে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে। বুধবার শুনানির সম্ভাবনা। ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবিতে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, এমএসভিপি-সহ বিভাগীয় প্রধানদের ঘেরাও করে রাখার অভিযোগ ওঠে। সোমবার ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের অফিস ঘেরাও করেন জুনিয়র চিকিৎসক ও ডাক্তারি পড়ুয়াদের একাংশ। করিডরেও বসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। রাতভর ঘেরাও হয়ে ছিলেন সুপার।

## রাজস্থানে পৌঁছে গেল ভারত জোড়ো যাত্রা, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আরও উজ্জীবিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ

ঝালাওয়ার, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে রাজস্থানে শুরু হয়ে গিয়েছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। মঙ্গলবার সকালে রাজস্থানের ঝালাওয়ার জেলার খেল সঙ্কুল থেকে শুরু হয়েছে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের পাশাপাশি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে এদিন সকালে পদযাত্রায় হাঁটেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলটও। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে """জনসমুদ্র"""" এগিয়ে যেতে থাকে গন্তব্যের দিকে। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও হাঁটতে হাঁটতেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন রাহুল গান্ধী। সকলের দুঃখ ও কষ্টের কথা শোনেন তিনি। পদযাত্রা চলাকালীন শচীন পাইলটের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায় রাহুল গান্ধীকে।

## আম্বেদকরের পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর, শ্রদ্ধাঞ্জলি খাড়গে এবং সোনিয়া-সহ বিশিষ্টদের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : পুণ্যতিথিতে ভারতরত্ন বাবাসাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা প্রমুখ। মঙ্গলবার সকালে সংসদ ভবনের লনে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবস উপলক্ষ্যে বাবাসাহেবের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি ছাড়াও আম্বেদকরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী প্রমুখ। আম্বেদকরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও। অমিত শাহ টুইট করে লিখেছেন, বাবাসাহেব আম্বেদকর দেশকে একটি ন্যায়বিচার-ভিত্তিক, প্রগতিশীল এবং সর্ব-অন্তর্ভুক্ত সংবিধান প্রদান করেছিলেন, যা প্রতিটি শ্রেণীর অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

## সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে অগ্রাধিকার দিতে হবে : অজিত দোভাল

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : অর্থায়ন হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের প্রাণশক্তি এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করা সবার জন্য অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা/নিরাপত্তা পরিষদের সচিবদের প্রথম ভারত-মধ্য এশিয়া বৈঠকে বললেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। অজিত দোভাল বলেছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের সকল সদস্যদের উচিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত সত্ত্বাকে সহায়তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকা। তাঁর কথায়, একটি শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ মধ্য এশিয়া আমাদের সকলের প্রধান লক্ষ্য।

## দীনেশ গুপ্তের জন্মদিবসে মহান বিপ্লবীকে স্মরণ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : দীনেশ গুপ্তের জন্মদিবসে মহান বিপ্লবীকে তথাগত রায়কে স্মরণ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তথাগতবাবু টুইটারে লিখেছেন, "এই অকুতোভয় আদর্শবাদী বিপ্লবীদের যেন আমরা ভুলে না যাই।

স্বাধীনতা শুধু মোহনদাস গান্ধীর চেষ্টায় আসে নি।কিন্তু এই দীনেশ গুপ্তের ভূমি ঢাকা আজ আমাদের কাছে বিদেশ !"এবিভিপি-র রাজ্য কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য অভিজিৎ চৌধুরী টুইটারে মহান বিপ্লবীর ছবি-সহ লিখেছেন, "মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী দীনেশ গুপ্তের জন্মদিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম।" এর প্রতিক্রিয়ায় তথাগতবাবু ওই টুইট করেছেন।

প্রসঙ্গত, বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের জন্ম হয়েছিল ১৯১১ সালের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার যশোলং এ, যেটা বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মুন্সিগঞ্জ জেলা। ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর বিপ্লবী বিনয় বসুর নেতৃত্বে দীনেশ গুপ্ত এবং বাদল গুপ্ত কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং (বর্তমানে মহাকরণ) ভবনে অভিযান চালিয়েছিলেন। বিভাগের অত্যাচারী ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা করেছিলেন।পুলিশের সঙ্গে তাদের গুলি যুদ্ধ শুরু হয়, তাঁরা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। দুই বিপ্লবী আত্মহত্যা করতে সমর্থ হলেও মৃতপ্রায় দীনেশকে পুলিশ বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। আর বিচারের তার ফাঁসির আদেশ হয়।

## নিউটাউনে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল ২০টি দোকান, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ব্যবসায়ীদের

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের ভয়বাহ অগ্নিকাণ্ড নিউটাউনে। মঙ্গলবার ভোরে বিধ্বংসী আগুন লাগে নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগরে ঢালাই ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। ভোর ৪.১০ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে নিমেষের মধ্যে ভস্মীভূত করে দেয় বাগজোলা খালের ধারের অস্থায়ী দোকানগুলিকে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দেখে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয়া হয় দমকলে। দমকলের চারটি ইঞ্জিন এসে প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। এই আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান, শর্ট সার্কিটের থেকে এই আগুন লেগেছে। আর তার জেরে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে একের পর এক দোকান। দোকানঘরগুলির ভিতরে যা মালপত্র ছিল সেগুলিও ভষ্মীভূত হয়ে গিয়েছে। তাতে মাথায় হাত পড়েছে ব্যবসায়ীদের।

দমকল সূত্রে খবর, আগুন লাগার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। বাগজোলা খালের পাড়ে রাস্তা সংলগ্ন ২০টি দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগুন লাগার সময় দোকানে কেউ ছিলেন না।

## ৭ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন, চলবে এ মাসের ২৯ তারিখ পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বুধবার, ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এ বারের সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই ২৩ দিনের মধ্যে মোট ১৭টি কাজের দিন পাওয়া যাবে। ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলবে আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ২৩ দিনের মধ্যে মোট ১৭টি কাজের দিন পাওয়া যাবে।

শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠক হয় সংসদে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা এই বৈঠকে যোগ দেন। সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও''ব্রায়েন, শিরোমণি অকালি দলের হরসিমরত কৌর বাদল, ডিএমকে সাংসদ টি আর বালু প্রমুখ। সূত্রের খবর, এবারের শীতকালীন অধিবেশনে ১৬টি বিল উত্থাপন করার পরিকল্পনা করছে সরকার,। আবার চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারে কংগ্রেস।

সাধারণত সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয় নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। ডিসেম্বরে বড়দিনের ঠিক আগেই তা শেষ করা হয়। গত বছর যেমন ২৯ নভেম্বর থেকে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছিল। শেষ হয়েছিল ২৩ ডিসেম্বর। কিন্তু, এবার পিছিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন।

## ৪-দিনের মধ্যে চতুর্থবার, পঞ্জাবে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ফের মিলল ড্রোন

অমৃতসর, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বিগত ৪-দিনের মধ্যে এই নিয়ে চতুর্থবার। পঞ্জাবের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ফের মিলল একটি ড্রোন। মঙ্গলবার সকাল ৮.৫০ মিনিট নাগাদ পঞ্জাবের তারন তারান জেলায়, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছে কালিয়া গ্রাম থেকে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা একটি ড্রোন এবং ২ কেজির বেশি হেরোইন উদ্ধার করেছেন। চাষের জমিতে পড়েছিল ড্রোনটি।

বিএসএফ জানিয়েছে, সোমবার রাত ৮.৫৬ মিনিট নাগাদ কালিয়া গ্রামের ওপরে ঘোরাফেরা করার সময় বিএসএফ জওয়ানরা পাকিস্তানের দিক থেকে একটি ড্রোন উড়ে আসার শব্দ শুনতে পান। তৎক্ষণাৎ তাঁরা গুলি চালান। বিএসএফ জওয়ানদের গুলিতে মাটিতে আছড়ে পড়ে ড্রোনটি। এরপর মঙ্গলবার সকাল ৮.৫০ মিনিট নাগাদ সেই ড্রোনটি ভেঙে থাকা অবস্থায় দেখতে পান বিএসএফ জওয়ানরা। পাশাপাশি হেরোইনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

## শূন্য-সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গিই পরাজিত করতে পারে সন্ত্রাসবাদকে : রুচিরা কাম্বোজ

নিউইয়র্ক, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): মানবতার শত্রু 'সন্ত্রাসবাদ' নির্মূলের ওপর আবার জোর দিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রুচিরা কাম্বোজ। তিনি বলেছেন, একমাত্র শূন্য-সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গিই পরাজিত করতে পারে সন্ত্রাসবাদকে। ইরাক সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে রুচিরা কাম্বোজ বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসের সমস্ত রূপ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গিয়েছে। সন্ত্রাসবাদের প্রতি একীভূত এবং শূন্য-সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গিই এটিকে পরাস্ত করতে পারে।

ভারতীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার ভোরে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রুচিরা কাম্বোজ আরও বলেছেন, ভারত বিশ্বাস করে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত লড়াইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা তখনই শক্তিশালী হতে পারে যখন আমরা সন্ত্রাসের গুরুতর ও অমানবিক কাজের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারি এবং যারা সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করে, সমর্থন করে এবং অর্থায়ন করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারি।

## বাবাসাহেব সংবিধান দিয়ে ভারতকে খ্যাতি এনে দিয়েছেন মায়াবতী

লখনউ, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) সর্বভারতীয় সভাপতি মায়াবতী বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন। অফিসে স্থাপিত মূর্তির ওপর ফুল দিয়ে ভীমরাও আম্বেদকরকে পুষ্পস্তবক দিয়ে প্রণাম জানান বিএসপি প্রধান।

মায়াবতী সোশ্যাল মিডিয়ায় টুইট করেছেন, ভীম রাও আম্বেদকর সর্বক্ষেত্রে সেরা সংবিধান দিয়ে ভারতকে বিশ্বে খ্যাতি এনে দিয়েছেন। দেশ তার কাছে সবসময় কৃতজ্ঞ থাকবে। তিনি বলেন, দেশের সরকারগুলো যদি সেই সংবিধানের পবিত্র নীতিতে কাজ করত, তাহলে এখানকার কোটি কোটি দরিদ্র ও মেহনতি মানুষ অনেক কষ্ট থেকে কিছুটা মুক্তি পেত। সংবিধানের আদর্শকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে জনগণের সুদিন আনার দায়িত্বে বিক্ষিপ্ততা ও ব্যর্থতা দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। তিনি আরও টুইট করেছেন, বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকরের নাম এলেই মনে পড়ে মানুষের স্বার্থ, কল্যাণ, তাদের জীবন-সম্পত্তি-ধর্মের সুরক্ষা এবং সাংবিধানিক অধিকারের অধীনে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচার গ্যারান্টি। জীবিকা, ন্যায়, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত মানুষের জন্য প্রকৃত উদ্বেগই হবে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা।

### বিজ্ঞপ্তি

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর হইতে প্রকাশিত সেহা নং- 1(0-3)DYAS / ESTT/ 2021/5387 dated 26/08/2022 চাকুরীর বিজ্ঞপ্তিমূলে যাহারা জুনিয়র শারীর শিক্ষক পদের জন্য Physical Fitness Test -এ উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহাদের লিখিত পরীক্ষা স্থান, তারিখ ও সময় অনুযায়ী গৃহীত করা হইবে।

| তারিখ | সময় | জেলার প্রার্থী | পরীক্ষার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১১/১২/২০২২ ইং (রবিবার) | সকাল ১১টা হইতে বিকাল ১ টা পর্যন্ত | পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা | মহিলা মহাবিদ্যালয়, আগরতলা |
| | | দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা | মহারাণী তুলশীবতী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা |
| | | শিপাহীজলা জেলা | উমাকান্ত দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, আগরতলা |
| | | গোমাতী জেলা | বিজয়কুমার দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা |
| | | উত্তর ত্রিপুরা জেলা | বোধজং (বালক) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, আগরতলা |
| | | ধলাই জেলা | বোধজং (বালিকা) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, আগরতলা |
| | | খোয়াই ও উনকোটি জেলা | কামিনী কুমার সিংহ স্মৃতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, ধলেশ্বর, আগরতলা |

লিখিত পরীক্ষার জন্য উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কল লেটার আগামী ৮ই ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ হইতে ১০ই ডিসেম্বর, ২০২২ইং তারিখ পর্যন্ত দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৪(চার) টার মধ্যে স্ব-স্ব জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অফিস হইতে সংগ্রহ করতে হবে। কল লেটারে উল্লিখিত স্থান, তারিখ ও সময় অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য অরিজিন্যাল কল লেটার সহিত হাজির হইতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ১) লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত ও রাহা খরচ দপ্তর বহন করবে না।

২) প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্ধারিত সময়ের ১ ঘন্টা পূর্বে পরীক্ষাস্থানে রিপোর্ট করতে হবে।

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
অফিস লেন, আগরতলা।

ICA/D-1600/22

PNIT No.:- 24/EE/DD/PWD(R&B)/2022-23 Dated,.28-11-2022

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

1. **Name of work:-** Maintenance of road Kadamtala to Sarala (L=3.80 KM) and DRBS to IBB (l=1.12 km)/ Earth work of construction of embankment, Brick soling, turfing and gunny bag during the year 2022-23.
DNIT No.: 99/EE/DD/PWD(R&B)/2022-23. Estimated Cost: Rs.10,99,474.00.
Earnest Money:- Rs.21,989.00 Bid Fee:- Rs.1600.00 Time for completion:- 90 (Ninety) Days.
2. **Name of work:-** Periodical renewal of road Jherjeri to Kurti under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala from Ch.1.30 KM to 2.30KM (L=1.50 KM)/SH: Patch metalling, grouting, carpeting, stone seal coat etc. during the year 2022-23.
DNIT No.: 100/EE/DD/PWD(R&B)/2022-23. Estimated Cost: Rs.24,24,222.00.
Earnest Money:- Rs.48,484.00 Bid Fee:- Rs.1000.00 Time for completion:- 90 (Ninety) Days.
3. **Name of work:-** Periodical renewal of road Jherjeri to Kurti under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala from Ch.0.00 KM to 1.30KM (L=1.30 KM)/SH: Patch metalling, grouting, carpeting, stone seal coat etc. during the year 2022-23.
DNIT No.: 101/EE/DD/PWD(R&B)/2022-23. Estimated Cost: Rs.24,23,340.00.
Earnest Money:- Rs.48,467.00 Bid Fee:- Rs.1000.00 Time for completion:- 90 (Ninety) Days.
4. **Name of work:-** Maintenance of SC Boys Hostel near Pratyekroy HS School under Kalacherra RD Block under PWD (R&B) Kadamtala Sub-Division during the year 2022-23/ SH: Plaster, colour, plumbing work, tiles work, mtc of door and GCI sheet roofing etc.
DNIT No.: 102/EE/DD/PWD(R&B)/2022-23. Estimated Cost: Rs.3,20,617.00.
Earnest Money:- Rs.6,412.00 Bid Fee:- Rs.1000.00 Time for completion:- 45 (Forty five) Days.
5. **Name of work:-** Mtc. of road under PWD (R&B) Panisagar Sub-Division during the year 2022- 23/SH: Patch WBM, carpeting, grouting and side berm lowering etc. on DT road to NH-08 (Ramnagar).
DNIT No.: 103/EE/DD/PWD(R&B)/2022-23. Estimated Cost: Rs.23,89,333.00.
Earnest Money: Rs.47,787.00 Bid Fee:- Rs.1000.00 Time for completion:- 90 (Ninety) Days.
6. **Name of work:-** Mic. of road under PWD (R&B) Panisagar Sub-Division during the year 2022- 23/SH: Patch WBM, patch carpeting, grouting and side berm lowering etc. on Dharmanagar Tilthai- Chamtilla-Jalabassa road/ Group-ll.
DNIT No.: 104/EE/DD/PWD(R&B)/2022-23. Estimated Cost: Rs.23,76,945.00.
Earnest Money:- Rs.47,539.00 Bid Fee:- Rs.1000.00 Time for completion:- 90 (Ninety) Days.
7. **Name of work:-** Mtc. of road under PWD (R&B) Panisagar Sub-Division during the year 2022- 23/SH: Patch soling, placing gunny bags, surface drain and side berm lowering etc. on 1.Jalabassa Quarry road, 2. Pathariilla to Kunjangar road and 3. Panisagar Ram Krishna Mission road 4. Darlongtilla- Pakkucherra road 5. Shimultilla road 6. Chamtilla to Rowa road etc.
DNIT No.: 105/EE/DD/PWD(R&B)/2022-23. Estimated Cost: Rs.24,25,012.00.
Earnest Money:- Rs.48,500.00 Bid Fee:- Rs.1000.00 Time for completion:- 30 (Thirty) Days.

Last date & time for online Bidding: 19-12-2022. upto 3:00 PM.

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal hitps://tripuratenders.gov

Executive Engineer
PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

ICA/C-3379/22

Short Notice Inviting Quotation

Sealed Quotations in plain paper are invited on behalf of the Governor of Tripura from the Bonafied & resourceful suppliers of Indian Nationality having exp necessary items- "Office items at Dhalai District Polyechnic,Ambassa. The Quotations will be received in the office of the ned till 12.12.2022 up to 12:30 P.M. (excluding Govt. holiday) and it will be opened on 1:00 P.M. of 12.12.2022. Detail terms & conditions will be available in the website of Dhalai District Polytechnic, Ambassa i.e., www.ddpambassa.ac.in.

(Dr. Sajal Kanta Das)
Principal('C) & FLO.
Dhalai District Polytechnic
Ambassa. Dhalai

ICA/C-3376/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 09/EE/WR-IL/UDP/2022-23 DATE: 30.11.2022

| Sl No. | Name of The Work | Estimatd Cost | Earnest Money | Time for Completion | Last Date and Time of Document Downloading and Bidding | Time and Date of Opening of BID | Class of Tenderer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Construction of 14 (Fourteen) nos. DTW in various Blocks areas under the juriadiction of W.R. Division No.III. Udaipur, Gomati, Tripura under NABARD (RIDF-XXXVII) Scheme during the year 2022-23 / SH : Drilling and Development of DTW with contractors Direct rotary normal power drilling Rig including providing ERW pipes, Pea Gravels etc. and allied works. (Job No. TR/28/41/DTW/ Nabard/(RIDF-XXXVIII/2022-23) DNIeT No. 05/ACE/(P&DU)/PWD(WR)/ DNIeT/2022-23 | 2,25,05,845.00 | 4,50,117.00 | 180 (One hundred eighty) days | Up to 15.00 Hrs on 21/12/ 2022 | At 15.00 Hrs on 21/12/ 2022 | Appropriate Classs |

N.B.: The details notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipur [ii] Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur [iii] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.I, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.II, Udaipur and [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur during office hours.

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal:https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. M. Mog)
Executive Engine
Water Resource Division No.IIT
Udaipur, Gomati, Tripura

ICA/C-3373/22

NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T NO.86 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2022-23 Dated : 01/12/2022

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Gévernor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre in Tripura for the following work:-

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING | TIME AND DATE OF OPENING OF BID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providing, Installation and commissioning of 1.5/2.0 TR capacity Split type Air Conditioning Machines for the different Ministers ,V.V.I.P & V.I.P Offices & residential quarters as and when required basis. DNIeTNo:94/EE/DNIeT/MECH.DIVNAGT/2022-23. | Rs 16,89,426.00 | Rs 33,789.00 | 730 (seven Hundred thirty) Days | Up to 3:00 P.M. on 20/12/2022 | At to 3:30 P.M. on 20/12/2022 |

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders, gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD
Agartala

ICA/C-3367/22

No. F. 2 (11)-CDPO/Agt-2/ICDS/M. Dal/2017-18/ Jae
Dated- 2-12-2022,

**Short Notice Inviting Tender**

Sealed tenders are invited from reputed Organizations / Companies/ LAMPS /PACS/ Cooperative Society/ SHG engaged in the business of carrying out works contract for Mixing, Packing, Carrying and Distribution of SNP food grains (Rice & Dal) from SNP go down to various 207 nos. AWCs under Agartala-2 ICDS Project, Ujan Abhoynagar, Agartala, Tripura (W) on Monthly basis w. e. f. January 2023 to December, 2023 (12 months).

All the terms and conditions may be seen in the office of the undersigned on all working days during office hour and also in the Departmental website httpsy/ socialwelfare.tripura.gov.in. The last date submission of tender/ quotation is up to 15.12.2022 till 3 p.m. Tender will be opened on the same day if possible at 3:00 PM in Presence of the tenderer/quotationer.

Child Development Project Officer
Agartala-2 ICDS Project
Agartala, West Tripura

ICA/C-3364/22

PNIe-T NO:- 48/EE-1/2022-23, Dated 01/12/2022

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 34-12-2022 for 01 (One) No. Maintenance work. For details visit https:/Mripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R& 8).
AGARTALA, WEST TRIPURA

ICA/C-3361/22

# হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

## অবাক ডাইনোসর জীবাশ্মের সন্ধান, শরীরটা হাঁসের মতো

মঙ্গোলিয়ায় আবিষ্কৃত একটি ডাইনোসর জীবাশ্ম রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। কারণ, তার মসৃণ শরীর এখনও পর্যন্ত ডাইনোসরের মধ্যে দেখা যায়নি। পাশাপাশি ওই জীবাশ্ম থেকে আরও একটা বিষয়ের প্রমাণ মিলেছে যে, কিছু এমন ডাইনোসরও ছিল যাদের অস্তিত্ব কেবলমাত্র জলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সায়েন্সনিউজের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ন্যাটোভেনেটর পলিডোন্টাস সম্ভবত প্রথম কোনও ননবার্ড ডাইনোসর, যাদের শরীর আধুনিক ডাইভিং পাখিদের মতোই সুবিন্যস্ত। গত ১ ডিসেম্বর কমিউনিকেশনস বায়োলজি শীর্ষক জার্নালে এমনই তথ্যের উল্লেখ করেছেন গবেষকরা। তাঁরা বলছেন, ন্যাটোভেনেটর এবং এই একই গোত্রীয় ডাইনোসররা সাঁতার কেটেই শিকার করত। প্রচলিত যে ধারণা ছিল এই ধরনের ডাইনোসররা শিকার করে না এবং জল বা সাঁতার কাটার সঙ্গে ডাইনোসরদের কোনও সম্পর্ক নেই- এই মতবাদকে সম্পূর্ণ নস্যাতকরে দিয়েছে গবেষকদের নতুন রিসার্চ। ন্যাটোভেনেটর বা এই ধরনের জলজ ডাইনোসরগুলি অনেকটাই হাঁসের মতো দেখতে, আকারে এরা অনেক ছোট হত বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভার্টিব্রেট জীবাশ্মবিদ ইয়ং-নাম লি দাবি করেছেন, এই ন্যাটোভেনেটররাও সাঁতার কাটার সময় তাদের সম্মুখভাগ ব্যবহার করত, ঠিক যেভাবে হাঁসরা সাঁতার কাটে। তিনি আরও যোগ করে বলছেন, "আমরা মনে করছি, ন্যাটোভেনেটররা অগভীর জলে বাস করত এবং ছোট ছোট মাছ ধরে খেত।" এই প্রথম যে গবেষকরা জলজ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ননবার্ড ডাইনোসরের সন্ধান পেলেন, এমনটা নয়। বছরের পর বছর ধরে জীবাশ্মবিদরা বিতর্ক করে এসেছেন, স্পিনোসররা আদৌ জলজ শিকারী ছিল কি না। ২০১৭ সালে গবেষকরা রিপোর্ট করেছিলেন যে, হালসকারাপ্টর গু যারা ন্যাটোভেনেটরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সেই তাদের জলজ পাখি এবং সরীসৃপগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে। যদিও বিজ্ঞানীরা তাদের শরীরের আকার অনুমান করতে পারেননি।

নতুন গবেষণায় লি এবং তাঁর সহকর্মীরা মঙ্গোলিয়ার হারমিন তসাভ জীবাশ্ম গঠন থেকে অত্যন্ত ভালভাবে সংরক্ষিত কঙ্কাল বিশ্লেষণ করেছেন। সেই কঙ্কালটি আপার ক্রিটেসিয়াস থেকে উদ্ধার করা পাথরে পাওয়া গিয়েছিল। পাথরটি প্রায় ৬৬ মিলিয়ন থেকে ১০০ মিলিয়ন বছর আগের। গবেষণা দলটি জানিয়েছে, ন্যাটোভেনেটরের মাথার খুলি, দাঁত, ঘাড় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি হুবহু হালসকারাপ্টরের মতো।

শুধু তাই নয়। ন্যাটোভেনেটরের পাঁজরের দিকনির্দেশনা ইঙ্গিত করে যে, আধুনিক ওয়াটারফাউলগুলির (জলজ পাখি) মতো একটি স্ট্রিমলাইনড বডি ছিল। পাশাপাশি তাদের জলজ সরীসৃপের মতো একটি সংকুচিত এবং চ্যাপ্টা পাঁজরও ছিল বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। কলেজ পার্কের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্টিব্রেট জীবাশ্মবিদ টমাস হোল্টজ জুনিয়র বলেছেন, ন্যাটোভেনেটর এবং একটি হাঁস বা করমোরান্টের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য হল সেই ঘটনা, যাকে অভিসারী বিবর্তন হিসেবে অভিহিত করা হয়। যদিও একজন সাঁতারু ন্যাটোভেনেটর কতটা শক্তিশালী হতে পারে, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। হোল্টজ বলছেন, ডাইনোসরের অগ্রভাগগুলি যথেষ্ট ছোট এবং এর পিছনের অঙ্গগুলি একবারেই লুন পাখির মতো নয়। শেষমেশ তিনি যোগ করলেন, "সুতরাং ন্যাটোভেনেটর সাঁতার কাটতে জানলেও তার বৈশিষ্ট্য মিঙ্ক (আধা জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী) লুন পাখির বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি।"

## পুদিনা পাতার ৪টি পুষ্টি পূর্ণ গুণাগুণ সম্পর্কে

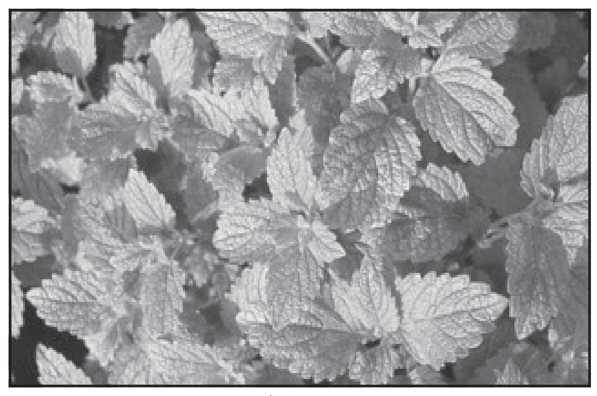

পুদিনা পাতার সঙ্গে আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। গুণে ভরা এই পাতা আমাদের শরীরের নানা রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। মুখের স্বাদ বাড়াতেও এটি খুব কার্যকর। সালাদ, চাটনি কিংবা শীতের সকালে এক কাপ পুদিনা পাতার চা মন সতেজ করে দিতে পারে। খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে দেওয়া এই উপাদানের ভেষজ গুণাগুণও অনেক।

রসুইঘরে যেমন ব্যবহার করা হয়, সুস্বাস্থ্য রক্ষায়ও আছে ব্যবহার। ঔষধি এই গাছ ব্যবহার করা হচ্ছে আদিকাল থেকে। পাওয়া যায় সহজে। পটাশিয়াম পূর্ণ পুদিনা পাতায় খনিজ উপাদানের মাঝে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, ভিটামিন সি ও এ পাওয়া যাবে। চর্বি ও ক্যালরির মাত্রা কম এবং কোলেস্টেরল নেই।

যেসব ক্ষেত্রে পুদিনার পাতা ব্যবহার করা যায়, তা হলো-

- পুদিনার পাতা পিষে রস করে তার ভেতর দু"তিন ফেঁটা লেবুর রস দিয়ে তা পান করলে ক্লান্তিভাব দূর হয়।
- পুদিনার তাজা পাতা পিষে মুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ পর যদি তা ধুয়ে ফেলা যায়, তাহলে মুখের তৈলাক্ত ভাব দূর হয়ে যায়। ব্রণ ওঠাও বন্ধ হয়। - কোনো কারণে কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার নাকের কাছে কিছু তাজা পুদিনা পাতা ধরুন। দেখবেন, জ্ঞান ফিরে এসেছে।
- শরীরের ব্যথা দূর করতে পুদিনা পাতার চা খুব কাজে দেয়।
- মাথা ও পেট ব্যথা নিরাময়েও পুদিনার পাতা খুব উপকারী।
- যাদের মাঝে মধ্যে হেঁচকি ওঠে, তারা পুদিনা পাতার সঙ্গে গোল মরিচ পিষে তা ছেঁকে নিয়ে রসটুকু পান করুন। দেখবেন হেঁচকি বন্ধ হয়ে গেছে।
- পুদিনার পাতা ভালো করে পিষে তার রস ভালো করে মাথায় ব্যবহার করুন। যাদের চুলে উঁকুন আছে তারা খুব উপকার পাবেন।

এছাড়া-

- ব্যথানাশক হিসেবে পুদিনার বিশেষ খ্যাতি আছে।
- স্নায়ু শান্ত করতে কাজে দেয়।
- মেছতার প্রথম অবস্থায় পেঁপের সঙ্গে বেটে পুদিনা পাতা লাগালে ব্যথা হয় না।
- ব্রণ দূর করতে পুদিনা পাতা বেটে ত্বকে লাগিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- পুদিনা শরীরে ক্যানসারের কোষ বৃদ্ধিতে বাধা দিয়ে ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়তা করে।
- হজমের সমস্যা এবং পেটের ব্যথায় পুদিনা পাতার চা খেতে পারেন। এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এ ক্ষেত্রে কাজে দেয়।
- অ্যাজমা ও কাশির সমস্যায় তাতণিক কাজ করে। এর রস শ্বাসপ্রশ্বাসের নালি খুলে দেওয়ার কাজে সহায়তা করে। গরম জলে পুদিনা পাতা ফুটিয়ে ভাপ নিলে এবং গার্গল করলে উপকার পাওয়া যায়।
- শরীর ঠান্ডা রাখতে স্নানের জলে পুদিনা পাতা ফেলে রেখে ১৫ মিনিট পর স্নান করুন। সতেজতা বাড়াবে।
- প্রখর রোদ থেকে ঘরে ফিরে পুদিনা ও ঘৃতকুমারীর রস মিশিয়ে ত্বকে লাগালে ত্বকের পোড়া ভাব চলে যায়। ত্বকের তৈলাক্ত ভাব কমাতে তাজা পুদিনা পাতা বেটে ত্বকে লাগাতে পারেন।

গরমে পুদিনা পাতার লাচ্ছি

গরমের এ সময়ে চারপাশে শুধু ফল আর ফল। গরমকালে একটু কষ্ট বেশি হলেও ফল খেয়ে মানুষ সে কষ্টের কথা ভুলে যায়। এ সময়টার জন্য সবাই সারা বছর অপেক্ষা করে। মানুষ গরমে হালকা খাবার বা ফলের জুস খেতে বেশি পছন্দ করে। এসবের মধ্যে যদি পুদিনা পাতার জুস হয় তাহলেতো কথাই নেই।

উপকরণ শুরুতে ১ কাপ টকদই, ১ টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ, আধা কাপ পুদিনা পাতা বাটা/গোটা, পরিমাণ মতো বরফ, বিটনুন, চিনি, এক চিমটি গোলমরিচ গুঁড়ো নেবেন।

প্রণালী

এরপর গ্রাইন্ডারে টক দই, ১ টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ, পুদিনা পাতা বাটা (গোটাও দিতে পারেন), বরফ কুচি, পরিমাণমতো নুন, চিনি ও এক চিমটি গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে গ্রাইন্ডারে মিশ্রিত করুন। প্রয়োজন হলে অল্প একটু জল মিশিয়ে দিন।

মিশ্রণটি ভালো করে তৈরি হয়ে গেলে কাঁচের গ্লাসে পরিবেশন করুন। পরিবেশনের আগে লস্যির উপরে একটি করে পুদিনা পাতা ও চেরি দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

পুদিনা পাতা আমাদের শরীরে নানান উপকারে লাগে। কিন্তু, আমরা অনেকেই হয়তো এর উপকারিতা সম্পর্কে অবগত নই। আপনিও যদি না জেনে থাকেন তবে দেখে নিন-

১) পুদিনা পাতায় থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট পেটের যেকোনও সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে।

২) গরমকালে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে পুদিনার রস খুব ভাল। তাই দই মিশ্রিত এই রেসিপিটি অনায়াসেই খেতে পারেন। ৩) পুদিনা পাতার রস ত্বকের যেকোনও সংক্রমণকে ঠেকাতে অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে। ৪) বহু বিজ্ঞানীদের মতে, পুদিনা পাতার পেরিনিয়াল অ্যালেকাহল ফাইটোনিউট্রিয়েন্টের একটি উপাদান, যা দেহে ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে। ৫) হজম শক্তি বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে। ৬) টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রতিরোধ করে।

## ওষুধ ছাড়াই ঘুমের সমস্যা দূর করবেন যেভাবে

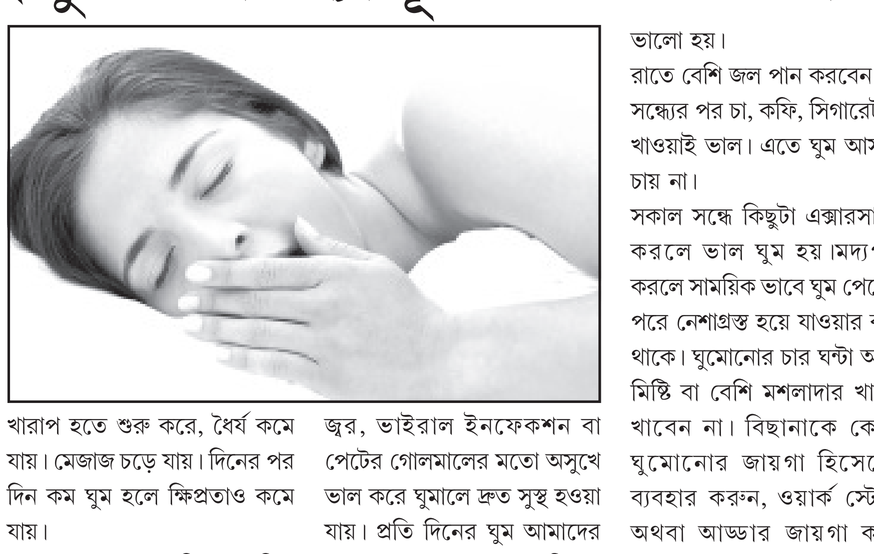

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন কারণে ঘুমের সমস্যা হতে পারে। আর ঘুম না হলে বেশির ভাগ মানুষই মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে লাইক গোনেন। ঘুম কেড়ে নেয় এই মোবাইলের নেশাই। আজকের দিনে কিশোর-কিশোরী থেকে বয়স্ক মানুষ সকলেরই ঘুমের ঘাটতির মূল কারণ সোশ্যাল মিডিয়া। এ ছাড়াও আরও নানা কারণে ঘুমের অসুবিধা হয়।

কম ঘুম মানেই হাজারো রোগভোগ। আর এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে আজ, ১৫ মার্চ পৃথিবী জুড়ে পালন করা হচ্ছে ওয়ার্ল স্লিপ ডে। "ওয়ার্ল অ্যাসোসিয়েশন অব স্লিপ মেডিসিন" ২০০৮ সালে প্রথম স্লিপ ডে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ঘুমের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি ঘুম সংক্রান্ত নানা সমস্যা- ইনসমনিয়া, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম, সোমনামবুলজিম-সহ নানান বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতেই এই পদক্ষেপ।

"ওয়ার্ল স্লিপ সোসাইটি"-র পক্ষে ঘুম বিশেষজ্ঞ সৌরভ দাস এবং উত্তম আগরওয়াল জানালেন, নাক ডেকে ঘুম মানে " নিশ্ছিদ্র নিদ্রা" নয়। এর ডাক্তারি নাম অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বা ওএসএ। এই অসুখতি থাকলে ঘুমের মধ্যে বিকট শব্দে নাক ডাকে। সঠিক চিকিতায় এই সমস্যা না সারালে নানান অসুখ বিসুখের ঝুঁকি ক্রমশ বাড়তে থাকে।

ঘুম ভাল হলে কমে হাজারো অসুখ।বিশ্বের প্রতি ১০০ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মধ্যে ৩৫-৪৫ জন ঘুমের সমস্যায় ভোগেন। কম ঘুম মানুষের জীবনের গুণমান নষ্ট করে। শুধু তা-ই নয়, কম ঘুমোলে ডিপ্রেশন বাড়ে, মনঃসংযোগ কমে যায়। ছোটরা পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে ফলাফল খারাপ হতে শুরু করে। আর বড়দের অফিস ও প্রোফেশনাল কাজের পারফরম্যান্স খারাপ হতে শুরু করে।

ঘুম কম হলে মানসিক সমস্যাও বাড়ে। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে, ধৈর্য কমে যায়। মেজাজ চড়ে যায়। দিনের পর দিন কম ঘুম হলে ক্ষিপ্রতাও কমে যায়।

তবে আশার কথা, বেশির ভাগ স্লিপ ডিসঅর্ডার প্রতিরোধযোগ্য। সেরেও যায়। তবে এক তৃতীয়াংশের কম সংখ্যক মানুষের এই সমস্যার জন্য কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে থাকেন, বাকিরা এই বিষয়ে উদাসীন, যা চরম ক্ষতি ডেকে আনছে।

আট ঘণ্টা না পারলেও নিয়ম মেনে অন্তত সাত ঘন্টা ঘুম জরুরি। ছোটদের আরও বেশি ঘুম দরকার। ঘুমের মধ্যে গ্রোথ হরমোন বেশি নিঃসৃত হয়। তাই বাচ্চারা কম ঘুমোলে তাদের বাড়বৃদ্ধি ঠিক মতো হয় না। জ্বর, ভাইরাল ইনফেকশন বা পেটের গোলমালের মতো অসুখে ভাল করে ঘুমালে দ্রুত সুস্থ হওয়া যায়। প্রতি দিনের ঘুম আমাদের রোজকার ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার মেরামত করার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও মন ভাল রাখতে সাহায্য করে।

ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা অর্থাতস্লিপ অ্যাপনিয়া থাকলে হাইব্লাডপ্রেশার, হার্টের অসুখ, আচমকা হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।

ভাল ঘুমের টিপ্স

ঘুমোতে যাওয়ার আর ঘুম থেকে ওঠার সময় নির্দিষ্ট করুন।

বিছানায় যাওয়ার অন্তত দু'ঘণ্টা আগে রাতের খাবার খেয়ে নিলে ভালো হয়।

রাতে বেশি জল পান করবেন না। সন্ধ্যের পর চা, কফি, সিগারেট না খাওয়াই ভাল। এতে ঘুম আসতে চায় না।

সকাল সন্ধে কিছুটা এক্সারসাইজ করলে ভাল ঘুম হয়।মদ্যপান করলে সাময়িক ভাবে ঘুম পেলেও পরে নেশাগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। ঘুমোনোর চার ঘন্টা আগে মিষ্টি বা বেশি মশলাদার খাবার খাবেন না। বিছানাকে কেবল ঘুমোনোর জায়গা হিসেবেই ব্যবহার করুন, ওয়ার্ক স্টেশন অথবা আড্ডার জায়গা করে তুলবেন না। বরং ঘুমোতে যাওয়ার সময় হালকা গান শুনতে পারেন অথবা পছন্দের বই পড়তে পারেন। ঘুম কম হলে বা না হলেই ওভার দ্য কাউন্টার ঘুমের ওষুধ কিনে খাবেন না। ঘুমোতে যাওয়ার আগে হালকা সুতির পোশাক পরে নিন। টাইট পোশাক পড়লে ঘুমের অস্বস্তি হয়। আর ঘুমের সময় ফ্রেশ পোশাক পরাই বাঞ্ছনীয়।

এক নাগাড়ে ঘুমের অসুবিধে হলে অবশ্যই একজন নিদ্রা বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন।

## হার্টের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত ?

শীত এলেই সর্দি-কাশির সমস্যা বেড়ে যায়। এর সঙ্গে বাড়ে হজমের সমস্যা, অবসাদ, উদ্বেগ, গাঁটে ব্যথা ইত্যাদির সমস্যা। কিন্তু যে সব শারীরিক অসুস্থতা আগে থেকেই শরীরে বাসা বেঁধে রয়েছে, সেটা নিয়ে কি আপনি চিন্তিত? লাইফস্টাইল ডিজিজের তালিকায় সবার উপরে রয়েছে হাই কোলেস্টেরল। খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে হৃদরোগের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

আর শীতে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের ঘটনাও সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। সুতরাং, শীতে নিজেকে সুস্থ রাখতে গেলে বেড়ে যাওয়া কোলেস্টেরলের মাত্রার দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে।

কোলেস্টেরল হল এক ধরনের মোম জাতীয় পদার্থ যা রক্তে থাকে। খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা যখনই বাড়ে তখনই এটা ধমনীতে জমা হতে থাকে এবং হার্টের সমস্যা দেখা দেয়। শীতে যেহেতু খাদ্যাভ্যাস বদলায় তাই কোলেস্টেরলের দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। শীতের শুরু থেকেই একের পর এক বিয়ের বাড়ির চলে, তারপরেই আসে ক্রিসমাস, নতুন বর্ষ উদযাপন। আর উতব মানেই খাওয়া-দাওয়ার নিয়ে নেই কোনও বারণ। কিন্তু এই অনিয়মই কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

শীতে যত বেশি অনিয়ম করবেন, তত বেশি করে রোগের ঝুঁকি বাড়বে। তবে শীতকালীন খাবার খেয়েও আপনি কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। কোলেস্টেরলকে বশে রাখার জন্য ফ্যাটযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। হাই-ফ্যাট যুক্ত প্রোটিন খাবারও সীমিত পরিমাণে খেতে হবে। এছাড়াও সোডিয়াম গ্রহণের পরিমাণও কমাতে হবে। তবেই কোলেস্টেরল বাড়বে না আর হার্ট ভাল থাকবে। এছাড়াও শীতের সময় ডায়েটে কী-কী রাখবেন, দেখে নিন।

যেহেতু শীতের মরশুম তাই সহজেই কমলালেবু, আমলকি, টমেটো ইত্যাদি পেয়ে যাবেন। এই ধরনের ভিটামিন সি-যুক্ত ফল ও সবজি কোলেস্টেরলের রোগীদের জন্য উপযুক্ত। এছাড়াও আপনি এই মরশুমে বিটরুট খেতে পারেন। এছাড়াও যত বেশি ফাইবার-সমৃদ্ধ খাবার খাবেন, কোলেস্টেরল নিয়ে চিন্তা থাকবে না। ওটস ও আপেলকে অবশ্যই ডায়েটে রাখবেন। এছাড়াও সবুজ শাকসবজি বেশি করে খেতে পারেন। শীতের সময় পালং শাক, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকোপি ইত্যাদি পাওয়া যায়। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। আমন্ড, আখরোটের মতো খাবারেও ফ্যাট রয়েছে। কিন্তু এগুলো গুড ফ্যাট অর্থাতস্বাস্থ্যের জন্য ভাল। তাছাড়া বাদামের পাশাপাশি ফ্ল্যাক্স সিড, চিয়া সিড বা সূর্যমুখীর দানা খেতে পারেন। এগুলো ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ হয়। এই ধরনের খাবারে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে এবং হার্ট ভাল থাকে।

## আপনার বয়স চল্লিশের পরের কিছু পরিবর্তন সুস্থ থাকতে

"কুঁড়িতে বুড়ি আর চল্লিশে চালশে" এই প্রবাদগুলোই এখন চিরাচারিত সত্য। বয়স বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে শরীর ও মনে পরিবর্তন আসে। আর এই পরিবর্তনগুলো মেনে নেওয়াই ভালো থাকার মূলমন্ত্র। নারী এবং পুরুষের শরীরের গঠনে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের শরীর অনেক বেশি জটিল।

এ কারণেই নারীদের বেশি করে নিজেদের খেয়াল রাখা উচিত।

বয়স চল্লিশের কোঠায় পৌঁছালে নারীরা বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়। তাই এটা সাবধানতার সময়, নিজের দিকে আলাদা করে নজর দেওয়ার সময়। এসময় তাই প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনুন।

নিয়ন্ত্রণহীন প্রস্রাব বিড়ম্বনা -সাধারণত প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময় বা মনোপজের পরে প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার সমস্যাটা দেখা যায়। এমনকি কখনও কখনও জোরে কাশি দিলে বা উচ্চস্বরে হাসলেও প্রস্রাব আটকে রাখা দায় হয়ে পড়ে। চল্লিশ বছর পার করা নারীদের ক্ষেত্রে এমন বিব্রতকর পরিস্থিতির ঘটনা ঘটে প্রায় ৪০ শতাংশ।

পরামর্শ: এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি থেকে বের হতে যোগ ব্যায়াম করতে পারেন।

ঘনঘন ভুলে যাওয়া- চল্লিশ বছর পর বা মনোপজের পর নারীর জীবন-জীবিকায় বিশাল এক পরিবর্তন ঘটে। যেমন- ছোট ছোট বিষয়গুলো ভুলে যাওয়া। তবে এটাকে স্মৃতিভ্রষ্টের রোগ মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ এসবই মনোপজের জন্য হয়।

পরামর্শ: বিষয়টি মনের মধ্যে পুষে না রেখে চিকিতককে জানিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন যে এটা অন্য কোনো রোগ নয়।

চুল পড়া- মানুষ মাত্রই কমবেশি চুল পড়ার বিষয়টি মোকাবিলা করতে হয়। কখনও বেশি কখনও কম। গর্ভাবস্থায় নারীদের চুলের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায়। আবার শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই ঝরতে থাকে। হরমোনাল পরিবর্তনে যেমন চুল পড়ে আবার মনোপজের কারণেও চুল পড়তে পারে। পরামর্শ: এসব ক্ষেত্রে চুলপড়া কমাতে সহায়ক শ্যাম্পু ব্যবহার করুন বা ভিটামিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করুন। পুষ্টিহীনতা- চল্লিশের পর থেকে নারীর শারীরিক সক্ষমতা কমতে শুরু করে। বিভিন্ন পুষ্টি ও আয়রনের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শরীর এত মাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে, কোনো কাজ করতেই মন চায় না। অসুস্থতার মাত্রাও বেড়ে যায়। পরামর্শ: এমনটা যাতে আপনার সঙ্গে না ঘটে, তা সুনিশ্চিত করতে প্রতিদিনকার ডায়েটে মাংস, ডিম, নানাবিধ বীজ, বাদাম এবং ব্রাউন রাইসের মতো আয়রন সমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে। হাড়ের সমস্যা -চল্লিশের পর থেকে নারীদের হাড়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে শুরু করে। তাই এই সময় বেশি করে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া শুরু করতে হবে। সেই সঙ্গে সকালে গায়ে রোদ লাগাতে হবে। এতে শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি দূর হবে। ফলে হাড় ভালো থাকবে।

পরামর্শ: ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে নিয়মিত। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- দুধ, দই, পনির, ব্রকলি, বাদাম প্রভৃতি।

## ঘরোয়া এই একটি উপাদানেই চুল হবে ঘন ও কালো

চুলকে ঘন, কালো ও মসৃণ করে পাওয়া স্বপ্ন কমবেশি সবারই থাকে। কিন্তু সবার স্বপ্ন তো আর সবসময় পূরণ হয় না। অনেকেরই এই স্বপ্নটা অপূর্ণ থেকে যায়। বেশিরভাগ মানুষই তাদের চুল রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেন। এর সমাধানে অনেক কিছুই করেন। কিন্তু কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয় না। তবে এ সমস্যার সমাধান পেতে পারেন অনেক পরিচিত ও খুব সাধারণ একটি উপাদানে। জেনে অবাক হবেন, আপনি আপনার চুলের পরিচর্যা করতে পারেন কাঁচা ডিম দিয়েই। এর ফলে পাবেন ঘন কালো ও মসৃণ চুল। এছাড়া নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করবে এটি। তাছাড়াও চুলের স্বাস্থ্য ভালো করতে, চুলকে প্রাকৃতিকভাবে ময়েশ্চারাইজ করতে এবং চুলকে হাইড্রেট রাখতে সাহায্য করে ডিম। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক চুলের যত্নে ডিমের উপকারিতা সম্পর্কে-

চুলের রুক্ষতা দূর করে অনেক দিন ধরে ব্যবহার করা কোনো রাসায়নিক বা বাইরের ধুলোবালির কারণে অনেক সময় চুল হয়ে যায় রুক্ষ ও খুশকো। আর এটির সমাধানে ব্যবহার করতে পারেন ডিমের কুসুম। এতে থাকা প্রোটিন আপনার চুলের রুক্ষতা দূর করতে সহায়তা করবে। চুল পড়া কমায় চুল পড়া কমাতে ডিমের সাদা অংশ অনেক কার্যকরী। এর জন্য ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে দই মিশিয়ে সেটি মাথায় ভালো করে লাগাতে হবে। আধাঘণ্টা রেখে ধুয়ে নিলেই মিলবে সমাধান। চুল ঘন করে ডিমের সাদা অংশ আপনার চুলকে ঘন করতেও অনেক কার্যকরী। এর সঙ্গে এক চা চামচ অলিভ অয়েল ভালো করে মিশিয়ে সেটি চুলের গোড়ায় ২০ মিনিট লাগিয়ে রাখতে হবে। এর পর ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে শ্যাম্পু করে নিতে হবে। এভাবে নিয়মিত করলেই মিলবে ঘন কালো চুল। চুল শক্তিশালী করে দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ডিমের কুসুম আপনার চুলকে দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এটি চুলে ব্যবহার করার ফলে চুল হয়ে ওঠে আরও শক্তিশালী, আর এটি চুল পড়াকে রোধ করে চুলকে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করে। চুল সিল্কি করে চুলকে চকচকে ও সিল্ক করে তুলতে অনেক কার্যকরী হচ্ছে ডিম। ডিমের কুসুমের সঙ্গে এক কাপ দই ভালো করে মিশিয়ে প্যাক হিসেবে মাথায় ২০ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিলেই পাবেন চকচকে ও সিল্কি চুল। এছাড়া আপনার নিয়মিত খাবারে ডিম খেলেও পাবেন চুলের উপকার। এ জন্য প্রতিদিন সকালের নাস্তার সঙ্গে রাখতে পারেন ডিম। এটি আপনার শরীরে প্রোটিন, ভিটামিন বি এবং ফোলেটের ঘাটতি মিটিয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রদান করবে। আর আপনার শরীরে যত বেশি পুষ্টি থাকবে আপনার চুলও ততই বেশি সুন্দর দেখাবে।

# মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ভারতের প্রধান অগ্রাধিকার : অজিত দোভাল

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ভারতের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। বললেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা/নিরাপত্তা পরিষদের সচিবদের প্রথম ভারত-মধ্য এশিয়া বৈঠক। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা/নিরাপত্তা পরিষদের সচিবদের প্রথম ভারত-মধ্য এশিয়া বৈঠকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাগত জানিয়েছেন। বৈঠকে অজিত দোভাল বলেছেন, মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ভারতের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। আমরা এই অঞ্চলে সহযোগিতা, বিনিয়োগ এবং সংযোগ গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। একইসঙ্গে বলেছেন, যোগাযোগ সম্প্রসারণের সময় এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে উদ্যোগগুলি পরামর্শমূলক, স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে কি-না।আফগানিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে অজিত দোভাল বলেছেন, আফগানিস্তান আমাদের সকলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়। আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের স্থায়িত্ব উদ্বেগের বিষয়।

অর্থায়ন হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের প্রাণশক্তি এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করা আমাদের সবার জন্য অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের সকল সদস্যদের উচিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত সত্ত্বাকে সহায়তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকা। তাঁর কথায়, একটি শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ মধ্য এশিয়া আমাদের সকলের প্রধান লক্ষ্য।

## ফের নিম্নচাপের ভ্রূকুটি! দক্ষিণবঙ্গে এখনই জাঁকিয়ে শীত নয়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): শীতবিলাসীদের জন্য খারাপ খবর! আগামী বৃহস্পতিবার অবধি কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজ থাকলেও, জাঁকিয়ে শীত পড়বে না এখনই। বরং শুক্রবার থেকে রাজ্যে বাড়তে পারে তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে। নিম্নচাপটি ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে আন্দামান এবং দক্ষিণ অন্ধ্র উপকূলের দিকে এগোবে। এর জেরেই রাজ্যে বাড়বে তাপমাত্রা।

নিম্নচাপের প্রভাবে কলকাতা-সহ সারা রাজ্যেই বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই। তবে শুক্র ও শনিবার কলকাতা ও পার্শবর্তী অঞ্চলের আকাশ মেঘলা থাকবে। এদিকে, কলকাতায় তাপমাত্রার ওঠা-নামা লেগেই আছে। উত্তুরে হাওয়ার দাপটে মঙ্গলবার সকালেও শীতের আমেজ ছিল শহর ও শহরতলিতে। তবে, মঙ্গলবার সামান্য বেড়েছে কলকাতার তাপমাত্রা। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

## পৃথক উত্তরবঙ্গের দাবিতে 'রেল রোকো' কর্মসূচি কেপিপি-র, আটকে গেল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস

ময়নাগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): পৃথক 'উত্তরবঙ্গ'-র দাবিতে আবারও উত্তরবঙ্গ জুড়ে 'রেল রোকো' কর্মসূচি শুরু করল 'কামতাপুর পিপল্স পার্টি' (কেপিপি)। 'রেল রোকো' কর্মসূচির জেরে মঙ্গলবার থমকে গেল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। দাঁড়িয়ে পড়ে মালগাড়িও। ট্রেন চলাচলে বিঘ্নের কারণে প্রবল অসুবিধায় পড়লেন যাত্রীরা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় উত্তরবঙ্গের একাধিক স্টেশনে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কেপিপি-র আন্দোলনের জেরে আলতাগ্রাম স্টেশনে আটকে পড়ে মালগাড়ি। জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি স্টেশনে 'রেল রোকো' কর্মসূচি নিয়ে সকাল থেকেই ভিড় জমান আন্দোলনকারীরা। সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। রেল লাইনে বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্টেশনে স্টেশনে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য ঘোষণার দাবিতে আগেও আন্দোলন করেছে কেপিপি। কখনও তা রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে। সামনেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। এই সময়ে আবার আন্দোলনের তীব্রতা বাড়াচ্ছে কেপিপি।

## উত্তর আফগানিস্তানে যাত্রীবাহী বাসে বিস্ফোরণে মৃত ৭

কাবুল, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর আফগানিস্তানে বাল্খ প্রদেশে যাত্রীবাহী বাসে বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৭ জন। তেল শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়া একটি বাসে বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন আরও ৬ জন। মঙ্গলবার সকালে প্রাদেশিক রাজধানী মাজার-ই-শরীফে এই বিস্ফোরণ হয়। পুলিশের মুখপাত্র মহম্মদ আসিফ ওয়াজেরি বলেছেন, সকাল সাতটা নাগাদ এই বিস্ফোরণ হয়। হাইরাতন তেলের কর্মচারীরা ছিলেন ওই বাসে।বিস্ফোরণের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার হয়নি। ওয়াজেরি বলেন, পুলিশ তদন্ত করছে এবং অপরাধীকে খুঁজছে। বাল্খ প্রদেশ হল আফগানিস্তানের প্রধান প্রদেশগুলির মধ্যে একটি, উজবেকিস্তানের সীমান্তের কাছে হাইরাতান শহরে, যার মধ্য এশিয়ার সঙ্গে রেল ও সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। কোনও সন্ত্রাসী সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করেনি।

## কোভিড-সংক্রমণ কমে ২০০-র নীচে; ভারতে মৃত্যু আরও ৩ জনের, সক্রিয় রোগী ৪,৩৪৫

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ কমতে কমতে ২০০-র নীচে নেমে এসেছে, নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৩ জন রোগীর। শেষ ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৬৫ জন। সোমবার সারা দিনে ভারতে ৩ জন কোভিড-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। দু'জনের মৃত্যু হয়েছে কেরলে ও একজন দিল্লিতে মারা গিয়েছেন।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩ জনের মৃত্যুর পর মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৬৩৩ (১.১৯ শতাংশ)-এ পৌঁছেছে। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪ হাজার ৩৪৫-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৪২ হাজার ৫০৬ জন প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৩৮,৮০৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।

## আম্বেদকরের সংগ্রাম লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আশা জুগিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার আম্বেদকরের প্রয়াণ বার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, আম্বেদকরের সংগ্রাম লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আশা জুগিয়েছে।

পুণ্যতিথিতে ভারতরত্ন বাবাসাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা প্রমুখ। মঙ্গলবার সকালে সংসদ ভবনের লনে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবস উপলক্ষ্যে বাবাসাহেবের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী এদিন সকালে টুইট করে লিখেছেন, 'মহাপরিনির্বাণ দিবসে ডক্টর বাবাসাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং দেশের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ ও অনুকরণীয় সেবাকে স্মরণ করছি। তাঁর সংগ্রাম লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আশা জুগিয়েছে।' ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আম্বেদকরের অবদানকে কখনও ভোলা যাবে না বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

## দিল্লির বাতাসে দূষণ কমছেই না, ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা তলানিতে পঞ্জাবে

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): শীতের আবহে মাত্রাতিরিক্ত দূষণে আরও নাজেহাল অবস্থা দিল্লিবাসীর। সোমবারের পর মঙ্গলবার সকালেও হাওয়া খারাপ ছিল দিল্লিতে। এদিন সকালে দিল্লির বাতাসের এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৩৭, যা খারাপের পর্যায়েই পড়ে।

দিল্লিতে এই মুহূর্তে ঠান্ডা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে, তাপমাত্রার পারদ নীচের দিকেই। আর এই সময়েও বায়ুদূষণ কমছেই না। মঙ্গলবার সকালে দূষণের কারণে দিল্লিতে দৃশ্যমানতা একেবারে তলানিতে পৌঁছে যায়। লাইট জ্বালিয়েও চলাচল করছে অনেক যানবাহন।

দিল্লির পাশাপাশি উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এখন জাঁকিয়ে ঠান্ডা। এদিন সকালে পঞ্জাবের ভাটিনডা ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল। ফলে দৃশ্যমানতা কমে যায়। উত্তর প্রদেশ, বিহারেও এখন জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা।

## ছাত্র সংসদ ভোটের দাবি ঘিরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে উত্তেজনা

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : ছাত্র সংসদ ভোটের দাবিতে রাতভর ঘেরাও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিভাগীয় প্রধানদের আটক করে রেখেছেন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। বিক্ষোভে অনড় আন্দোলনকারীরা। পাল্টা বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন হাসপাতালের নার্সরাও। নার্সিং সুপারকে ছাড়ার দাবিতে অধ্যক্ষের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হাসপাতালে কর্মরত নার্সরা।

সোমবার দুপুর ৩টে নাগাদ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সামনে ছাত্র সংসদ ভোট নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন ছাত্রছাত্রীরা। রাতভর বিক্ষোভ চালান তাঁরা। ২০১৬ সালের পর আর ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। বহু দিন ধরেই ভোট নির্বাচনের দাবি নিয়ে বিক্ষোভ চলছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। কলেজের তরফে জানানো হয়েছিল, ২২ ডিসেম্বরে ভোট নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হবে। কোনও কারণে তা পিছিয়ে যায়। পরে এই প্রসঙ্গে আর কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় আবার সোমবার দুপুর থেকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা।

বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত এক জন নার্স বলেন, "আমাদের ম্যাডামকে ছেড়ে দিন। আমাদের আর কোনও বক্তব্য নেই।" নার্সিং সুপারকে আটকে রাখার ফলে পরিষেবা বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশঙ্কা অনেকের। বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত নার্সরা জানান, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে নার্সিং সুপারের কোনও ভূমিকা নেই। অন্য দিকে, সোমবার রাতে বহিরাগতরা এসে কলেজের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের।

কিছু রোগীর পরিবারকেও সুপারের ঘরের সামনে হাজির হতে দেখা গিয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষানিরীক্ষা করানোর জন্য কিছু কাগজপত্রে সুপারের সই লাগবে বলে সেগুলি নিয়ে সুপারের ঘরের সামনে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। বিক্ষোভ প্রদর্শনে শামিল হয়েছেন হাসপাতালের ইন্টার্নরাও। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক বিক্ষোভকারী জানিয়েছেন, যাঁদের ডিউটি নেই, তাঁরাই বিক্ষোভে শামিল হচ্ছেন। পরিষেবার কোনও গাফিলতি হচ্ছে না বলেই দাবি করেন তিনি।

## করোনার দাপট কমেছে ভারতে, দেশে নতুন মাইলফলকের দোরগোড়ায় টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় নতুন মাইলফলকের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ৪২ হাজার ৫০৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৯.৯৪-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২১৯,৯৪,৮০,৩২২।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১,৬৩,৬৭১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ১,৬৩,৬৭১ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ১৬৫ জন।

## তৃণমূল মুখপাত্র সাকেত গোখলেকে গ্রেফতার করল গুজরাট পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র সাকেত গোখলেকে গ্রেফতার করল গুজরাট পুলিশ। মঙ্গলবার ভোররাতে জয়পুর বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয় সাকেতকে। মঙ্গলবার টুইটে এই কথা জানালেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন।

ডেরেকের দাবি, সোমবার রাতে নয়াদিল্লি থেকে জয়পুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন সাকেত গোখলে। জয়পুর বিমানবন্দরে পৌঁছতেই গুজরাত পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে বলে টুইটে জানান ডেরেক। তিনি আরও জানান, গ্রেফতারের আগে সাকেতকে দু'মিনিটের জন্য ফোন কল করার সময় দিয়েছিল পুলিশ। তারপরই সাকেতের সমস্ত জিনিসপত্র এবং ফোন নিয়ে নেওয়া হয় বলে জানান তিনি।

তাঁর অভিযোগ, গুজরাতের মোরবি সেতু বিপর্যয় নিয়ে মুখ খুলেছিলেন সাকেত। এ ব্যাপারে আহমেদাবাদ সাইবার সেলে একটি অভিযোগ জানানো হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি করেন ডেরেক।

## বিজ্ঞপ্তি

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক ২০২১-২২ ইং শিক্ষাবর্ষে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মূলে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী ভূক্ত ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করার জন্য শর্ত সাপেক্ষে এককালীন আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা হয়েছিল। প্রাপ্ত সমস্ত আবেদন পত্রগুলি থেকে যাচাই-বাছাইয়ের পর মেধার ভিত্তিতে চূড়ান্ত পার্থী তালিকা নির্বাচন করা হয়েছে উক্ত নির্বাচিত পার্থী তালিকা সকলের অবগতির জন্য অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরেরWebsite:www.obcw.tripura.gov.in এ দেওয়া হয়েছে এবং দপ্তরের নোটিস বোর্ডেও দেখা যেতে পারে।

উক্ত নির্বাচিত ছাত্রছাত্রী গন আগামী ১৫-১২-২০২২ ইং তারিখের মধ্যে (NSP Registration form 2021-22 and Last year Mark Sheet 2021-22) অরিজিনাল কাগজপত্র নিয়ে OBC Welfare Department অফিসে Verification করার জন্য যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে। উক্ত তারিখের পরে কোন রকম Verification গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত নির্বাচিত তালিকার উপর কোনরকম অভিযোগ থাকলে আগামী ১৫-১২-২০২২ ইং এর মধ্যে OBC Welfare Department অফিসে এসে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে। উক্ত তারিখের পরে কোন রকম অভিযোগ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবেনা।

অধিকর্তা
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-1604/22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR202122010428416 | 53 | TR202122001622248 | 105 | TR202122006136856 |
| 2 | TR202122010425653 | 54 | TR202122010127338 | 106 | [redacted] |
| 3 | TR202122004129278 | 55 | TR202122010206517 | 107 | TR202122009000968 |
| 4 | TR202122005998604 | 56 | TR202122009807190 | 108 | TR202122008519455 |
| 5 | TR202122005443801 | 57 | TR202122007048461 | 109 | TR202122009921054 |
| 6 | TR202122006002961 | 58 | TR202122010398691 | 110 | TR202122009894676 |
| 7 | TR202122010299980 | 59 | TR202122004345534 | 111 | TR202122010232465 |
| 8 | TR202122004157171 | 60 | TR202122007512427 | 112 | TR202122005974167 |
| 9 | TR202122002260126 | 61 | TR202122010410974 | 113 | TR202122006987639 |
| 10 | TR202122004947200 | 62 | TR202122009139770 | 114 | TR202122004110578 |
| 11 | TR202122010303068 | 63 | TR202122009119065 | 115 | TR202122008423801 |
| 12 | TR202122006709164 | 64 | TR202122010410952 | 116 | TR202122010055762 |
| 13 | TR202122007159196 | 65 | TR202122010410969 | 117 | TR202122009023836 |
| 14 | TR202122005029509 | 66 | TR202122009833714 | 118 | TR202122005042197 |
| 15 | TR202122006405474 | 67 | TR202122009777129 | 119 | TR202122004482214 |
| 16 | TR202122004831924 | 68 | TR202122009803885 | 120 | TR202122009865188 |
| 17 | TR202122010402015 | 69 | TR202122010155504 | 121 | TR202122003434932 |
| 18 | TR202122010344209 | 70 | TR202122009884039 | 122 | TR202122005967566 |
| 19 | TR202122005526599 | 71 | TR202122004449739 | 123 | TR202122009821307 |
| 20 | TR202122010410169 | 72 | TR202122005302921 | 124 | TR202122010243894 |
| 21 | TR202122007203261 | 73 | TR202122003679489 | 125 | TR202122006576268 |
| 22 | TR202122010425257 | 74 | TR202122007126461 | 126 | TR202122003837171 |
| 23 | TR202122002632976 | 75 | TR202122005033324 | 127 | TR202122004480310 |
| 24 | TR202122010264405 | 76 | TR202122000335044 | 128 | TR202122005303929 |
| 25 | TR202122006698060 | 77 | TR202122006789577 | 129 | TR202122007187127 |
| 26 | TR202122010295444 | 78 | TR202122009939382 | 130 | TR202122001273254 |
| 27 | TR202122010291200 | 79 | TR202122005188987 | 131 | TR202122005172559 |
| 28 | TR202122010420776 | 80 | TR202122008501862 | 132 | TR202122003888045 |
| 29 | TR202122010359146 | 81 | TR202122005349366 | 133 | TR202122006927499 |
| 30 | TR202122004714191 | 82 | TR202122006531589 | 134 | TR202122007183259 |
| 31 | TR202122010223252 | 83 | TR202122007535908 | 135 | TR202122009019272 |
| 32 | TR202122002630311 | 84 | TR202122006445118 | 136 | TR202122010416453 |
| 33 | TR202122010063630 | 85 | TR202122009963344 | 137 | TR202122004547282 |
| 34 | TR202122007483421 | 86 | TR202122004077639 | 138 | TR202122007828362 |
| 35 | TR202122010305414 | 87 | TR202122003328794 | 139 | TR202122010437954 |
| 36 | TR202122005185312 | 88 | TR202122005791149 | 140 | TR202122008666184 |
| 37 | TR202122005070269 | 89 | TR202122004489841 | 141 | TR202122010410050 |
| 38 | TR202122010244176 | 90 | TR202122007077571 | 142 | TR202122010402654 |
| 39 | TR202122005808258 | 91 | TR202122007193624 | 143 | TR202122008064368 |
| 40 | TR202122008922656 | 92 | TR202122002141975 | 144 | TR202122007652501 |
| 41 | TR202122006770763 | 93 | TR202122005946764 | 145 | TR202122010424311 |
| 42 | TR202122006338765 | 94 | TR202122004259162 | 146 | TR202122009838571 |
| 43 | TR202122009147345 | 95 | TR202122006342912 | 147 | TR202122005823398 |
| 44 | TR202122005177002 | 96 | TR202122006878168 | 148 | TR202122004533975 |
| 45 | TR202122008467815 | 97 | TR202122007864935 | 149 | TR202122006326696 |
| 46 | TR202122007491046 | 98 | TR202122005118495 | 150 | TR202122002576594 |
| 47 | TR202122010253940 | 99 | TR202122008708197 | 151 | TR202122000331971 |
| 48 | TR202122009321621 | 100 | TR202122001161431 | 152 | TR202122009820359 |
| 49 | TR202122010282941 | 101 | TR202122004089167 | 153 | TR202122008805405 |
| 50 | TR202122009129876 | 102 | TR202122006874077 | 154 | TR202122007202059 |
| 51 | TR202122008882572 | 103 | TR202122009878415 | 155 | TR202122010415979 |
| 52 | TR202122010377984 | 104 | TR202122009095182 | 156 | TR202122008443641 |

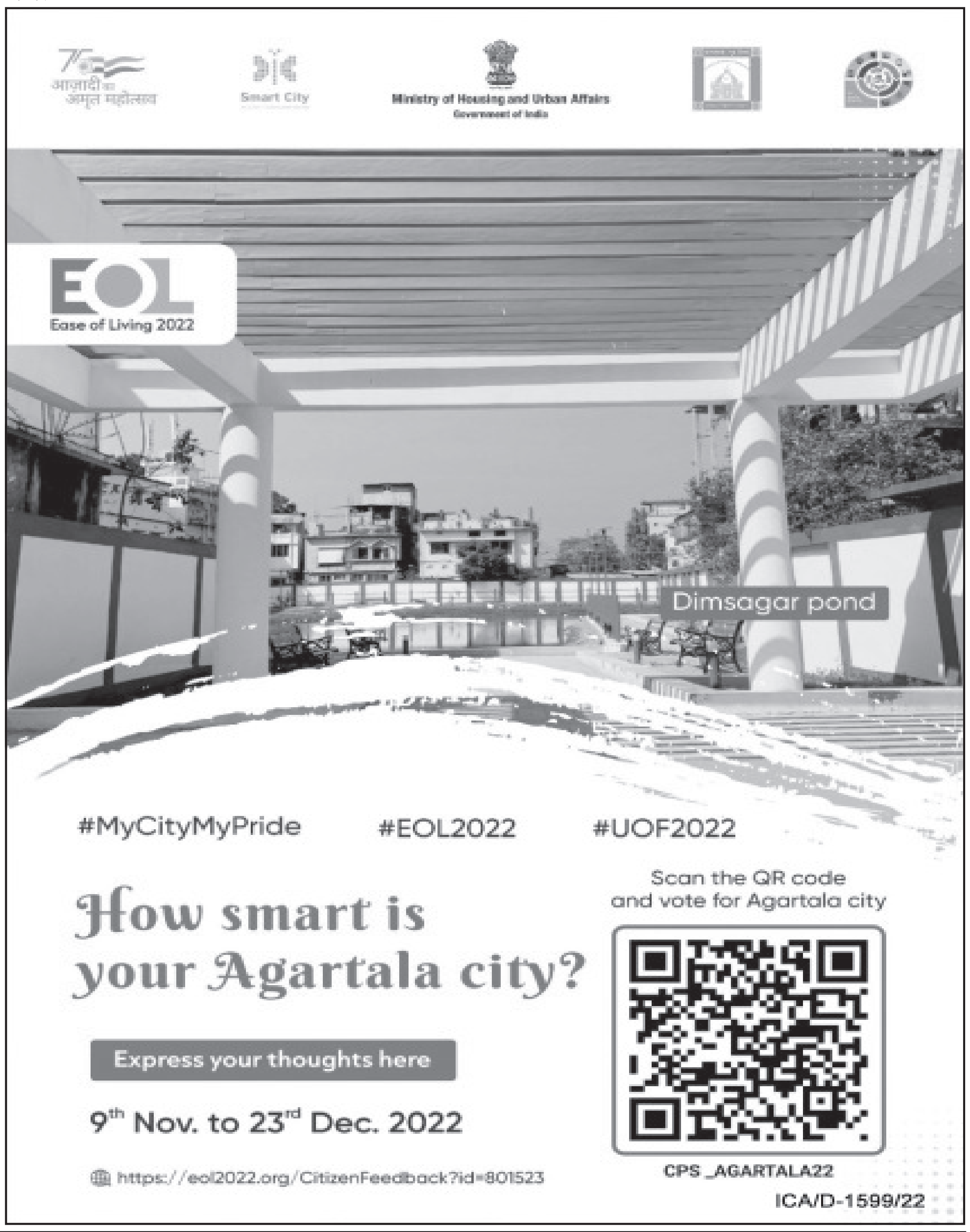

# সঙ্গী সস্ত্রীক ফিরহাদ, ব্রহ্মা মন্দিরে মমতা জানালেন গঙ্গাসাগরে আসার আমন্ত্রণ

জয়পুর (রাজস্থান), ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : অজমের শরিফের পর এবার রাজস্থানে পুষ্করের মন্দিরে গেলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জি-২০ সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি রওনা দিয়েছিলেন একদিন আগেই। তারই মধ্যে মঙ্গলবার দুপুরে রাজস্থান উড়ে গেলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সেখানে অজমের শরিফে পৌঁছন প্রথমে। তার পর পৌঁছন পুষ্করের মন্দিরে। সেখানে তাঁর সঙ্গী হন বাংলার মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও তাঁর স্ত্রী।অজমেরে যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্রে রয়েছে, তার মধ্যে একটি হল অজমেঢ় শরিফ এবং অন্যটি হল পুষ্করের ব্রহ্মা মন্দির। দুই জায়গাতেই যাওয়ার ইচ্ছে অনেক দিনে বলে জানিয়েছিলেন মমতা। প্রতিদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থী ভিড় করেন দুই জায়গায়। এ দিন দিল্লি থেকে রাজস্থান পৌঁছে প্রথমে অজমেঢ় শরিফে যান মমতা। সেখানে তাঁর সঙ্গে হন ফিরহাদ হাকিমও। ফুল, ধূপ, চাদর মাথায় করে মাজার শরিফে মমতার সঙ্গে ঢোকেন ফিরহাদ।এর পর সেখান থেকে পুষ্করের ব্রহ্মা মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দেন মমতা। সেখানে পৌঁছে পুজো দেন তিনি। আরতি করেন নিজেহাতে। প্রার্থনা করেন হাতজোড় করে। মন্দিরে প্রধান পুরোহিতকে শাল উপহার দেন তিনি। গঙ্গাসাগর মেলায় আসার জন্য আমন্ত্রণও জানান। জানান, আগের থেকে এখনকার গঙ্গাসাগরের চেহারা বিস্তর পাল্টে গিয়েছে।দেশের একমাত্র মন্দির পুষ্করে, যেখানে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা বলে হিন্দুধর্মে বর্ণিত ব্রহ্মার আরাধনা হয়। এই মন্দিরকে বলা হয় মন্দিরেশ্বর। এর পাশাপাশি পুষ্কর সরোবরকে ঘিরে রয়েছে কমবেশি ৫০০টি মন্দির। সরোবরটি পবিত্র বলে পরিগণিত হয়। সরোবরের জলে ডুব দিলে পাপস্খলন হয় বলে বিশ্বাস পুণ্যার্থীদের।

# ত্রিপুরার যুবকরা এইচপি-তে ওয়াটার স্পোর্টস প্রশিক্ষণ নিচ্ছে নাক্যছেড়ায় ইকো-ট্যুরিজম

**আগরতলা,৬ ডিসেম্বর।।** রাজ্যে ইকোট্যুরিজম প্রচার এবং জীবিকার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে, সাসটেইনেবল ক্যাচমেন্ট ফরেস্ট ম্যানেজ মেন্ট (SCATFORM) প্রকল্পটি আদিবাসী যুবকদের একটি ১৪ দিনের বেসিক লেভেল বোটিং এবং ওয়াটার স্পোর্টস কোর্স করার জন্য পাঠিয়েছে হিমাচল প্রদেশ. গুমতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অধীনে নাক্যাচেরা, কালাঝাড়ি এবং রামনগর এডিসি গ্রাম থেকে মোট ১৪ জন যুবককে ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল যেখানে কোর্স শেষ হওয়ার পরে, যুবকদের শংসাপত্র দেওয়া হবে। এই প্রথমবারের মতো SCATFORM প্রকল্প যুবকদের জন্য এমন একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকল্পের একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের দলটি হিমাচল প্রদেশ সরকারের অটল বিহারী বাজপেয়ী ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যালাইড স্পোর্টস (এবিভিআইএমএস) এর অধীনে আঞ্চলিক জলক্রীড়া কেন্দ্র (RWSC), পং ড্যামে প্রাথমিক কোর্সের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। 'প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলির অংশ হিসাবে নাক্যচেরা ইকো ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কমিটির (ইটিডিসি) অধীনে ইকোট্যুরিজম কার্যক্রম শুরু করার জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ' একজন কর্মকর্তা বলেছেন। ১লা ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া প্রশিক্ষণ ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে যাতে তাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই যুবকদের ইকোট্যুরিজমের সর্বোত্তম অনুশীলনের উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে কিভাবে অন্যদের মধ্যে পরিস্থিতি এবং চ্যালেঞ্জগুলি পরিচালনা করতে হয়। প্রোগ্রাম শেষে তাদের কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ কর্তৃপক্ষ A থেকে C স্কেলে সার্টিফিকেশন প্রদান করবে।'এই উদ্যোগটি বেকার যুবকদের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে এবং নাক্যচেরা ইকোট্যুরিজম সাইটের মাধ্যমে সুযোগটি ব্যবহার করবে। প্রশিক্ষিত যুবকরা ভবিষ্যতে দর্শনার্থী এবং পর্যটকদের উচ্চ মানের পরিষেবা প্রদান করবে,' কর্মকর্তা বলেছেন।

# গোলাঘাটিতে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ ডিসেম্বর।।** গোলাঘাটি মন্ডলে ঘরে ঘরে বিজেপি অভিযান সম্পন্ন হয়েছে। এবার বুথে বুথে রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সাংগঠনিক কাজে ঝাঁপাতে চলেছে কার্যকর্তারা। হাতে সময় মাত্র দুই মাস। এই সময়ের মধ্যে সাংগঠনিক বিস্তারের মাধ্যমে দলকে বুথে বুথে মজবুত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার গোলাঘাটি মন্ডলের সকল কার্যকর্তাদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গোপীনগর কমিউনিটি হলে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সম্পাদক রতন ঘোষ, বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মন্ডল সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা প্রমূখ। বৈঠকে মন্ডল কমিটির সকল সদস্য, মোর্চার সভাপতি সাধারণ সম্পাদক, শক্তি ইনচার্জ উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বলেন সকল কার্যকর্তা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ঘরে ঘরে বিজেপি অভিযানে অংশ নিয়েছে। সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। প্রতিটি পরিবার কোন না কোন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। বিজেপির প্রদেশ সম্পাদক রতন ঘোষ বলেন এতো দিন আমরা কাজ করেছি। আগামী দুই মাস আমাদের পরিক্ষা। তেইশের লড়াইয়ে জিততে হবে। সরকার পরিবর্তন হয়েছে বলেই গোলাঘাটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একসময় এই এলাকায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ভয়ের পরিবেশ কায়েম হয়েছিল। সিপিএমের শোষণ অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তাই শান্তি শৃঙ্খলা এবং উন্নতির জন্য আবার বিজেপির প্রার্থীকে জয়ী করতে সবাইকে সংঘবদ্ধ কাজ করতে হবে। জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক বলেন বিরোধিতা উন্নয়ন সহ্য করতে পারছে না। তাই ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। কোন প্ররোচনায় পা দেয়া চলবে না। গণতান্ত্রিক উপায়ে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করা হবে।

# উদয়পুরেও যথাযোগ্য মর্যাদায় আম্বেদকরের তিরোধান দিবস পালিত

নজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। সারা রাজ্যের সাথে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সংবিধান প্রনেতা ডঃ বি আর. আম্বেদকর জীর ৬৭ তম প্রয়ান দিবস পালন করল আর কে পুর মন্ডল এসি মোর্চা। মঙ্গলবার রাজারবাগ স্থিত আর কে পুর মন্ডল কার্যালয়ের সামনে ডক্টর বি আর আম্বেদকর এর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরবর্তী সময়ে উদয়পুর শহরে এক পদযাত্রা বের হয়। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস, তপশিলি জাতি মোর্চার মন্ডল সভাপতি মানিক দাস , কিষাণ মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য পান্নালাল সাহা সহ সকল অংশের তপশিলি জাতিভুক্ত কর্মী সমর্থকরা।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# সরকারের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে বিশালগড়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন বিজেপি নেতৃত্বেরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ ডিসেম্বর।।** নির্বাচন আসন্ন তাই শাসকদল ময়দানে নেমে পড়েছেন জনগনের কাছে সরকারের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে।বিশালগড় মন্ডলের উদ্যোগে রিপোর্ট কার্ড নিয়ে জনসম্পর্ক করছিলেন বিভিন্ন মোর্চার সদস্যরা।বিশালগড় মন্ডলের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মোর্চা ওবিসি মোর্চা ও সংখ্যালঘু মোর্চা।এই দুই মোর্চার দায়িত্বে রয়েছেন দুইজন প্রতিভাবান তরুণের হাতে। ওবিসি মোর্চার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অমলেশ ঘোষ ও সংখ্যালঘু মোর্চার দায়িত্ব পালন করছেন ফেরদৌস মিয়া। দু''জনের হাত ধরে বিশালগড় মন্ডলের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে,সঙ্গে বুথ স্বশক্তিকরণের কাজ ও। কিন্তু শাসকদলের এই দুই প্রতিভাবান তরুণ কে কালিমালিপ্ত করে বিশালগড় মন্ডলের বদনাম করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে একশ্রেণীর ষড়যন্ত্রকারী। তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে তারা নাকি বেআইনি রোজগার নিয়ে ব্যস্ত, বেআইনি রোজগারের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে মারামারি হয়েছে বলে বিভিন্ন গল্প বানিয়ে সামাজিক মাধ্যম ও কিছু সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করছেন। আসলে নির্বাচন সামনে তাই শাসকদলের কর্মীদের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে, সংগঠনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ভাবে এমন কুৎসা রটনা হয়েছে। আসলে করোনা মহামারী থেকে শাসক দলের হয়ে এই দুই তরুণ নেতা জনগণের পাশে থেকে তাদের সাহায্য করে আসছেন।এই দুই তরুণ নেতা বলেন তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে সংগঠনের কোন ক্ষতি করা যাবে না। বিরোধীরা যতই পরিকল্পিত ভাবে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছড়াক না কেন, জনগণ সঠিক সময়ে এর যোগ্য জবাব দেবে।

## কৃষক সভা

● প্রথম পাতার পর

পরিমাণ কমে ২০২০-২১ সালে ধান উৎপাদন হয়েছে ১২,০৪,৫৫০ মেট্রিক টন। সরকার কর্তৃক ধান ক্রয় করা হয়েছে ১৩,৭৪৬,৯ মেট্রিক টন। ২০২১ ২২ সালে সরকার কর্তৃক ধান ক্রয় করা হয়েছে মাত্র ১৯,৮১৭ মেট্রিক টন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ২০১৮ সালে পর এখন পর্যন্ত ৩.৯১ শতাংশ কৃষক উপকৃত হয়েছে। বঞ্চিত হয়েছে রাজ্যে ৯৬ শতাংশ কৃষক। এতে বারবার স্পষ্ট হয়ে গেছে রাজ্যের কৃষকদের নিয়ে সরকার বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বলে জানান পবিত্র কর। তিনি আরো বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সরকারের কৃষি মন্ত্রক থেকে ২০১৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় বিধায়ক শংকর রায়ের করা একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে বলেছিলেন যে ২০২২ সালের মধ্যে ত্রিপুরার কৃষকদের আয় দিয়ে গুণ করার লক্ষ্যে সরকার একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু তা বর্তমানে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কৃষকদের আয় দ্বিগুণ তো দূরের কথা, কৃষি জাতীয় সামগ্রী উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ সালে উৎপাদিত ধান দিয়ে রাজ্যের মোট ৯৮ শতাংশ চাহিদা মেটানো সম্ভব হতো। অর্থাৎ ৩৫৪ দিনে চাহিদা মেটানো সম্ভব হতো। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক থেকে গত ২২ শে মার্চ বিধানসভা বর্তমান বিধায়ক রতন কুমার ভৌমিকের আনা এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে প্রেক্ষিতে জানানো হয়েছে বর্তমানে উৎপাদিত ধান দিয়ে রাজ্যের মোট ৩১৬ দিনের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে। তিনি আরো বলেন ২০১৫-১৬ সালে ত্রিপুরার চাষযোগ্য জমি পরিমান ছিল ২,৭২,৮২৩ হেক্টর। ২০২০-২১ সালে তার কমে দাঁড়িয়েছে ২,৫৫,২৪১ হেক্টর। এতে বারবারই স্পষ্ট হয়ে গেছে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হয়নি, হতাশ হয়ে কৃষকরা কৃষি কাজ থেকে দূরে সরে গেছে বলে জানান পবিত্র কর। তিনি আরো বলেন রাজ্যে আশি শতাংশ জল সেচের মেশিন বিকল হয়ে পড়ে আছে। দপ্তরের সংস্কার করার কোন উদ্যোগ নেই। এর বিরুদ্ধে আগামী দিনে কৃষকদের স্বার্থে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি। আয়োজিত এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঘোর দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

## এলাকাবাসীর

● প্রথম পাতার পর

জানা গিয়েছে সাম্প্রতিকালে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে সি আর পি এফ ক্যাম্পগুলিকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে জগবন্ধুপাড়ার একশো চল্লিশ নং ব্যাতেলিয়ান -এর সি আর পি এফ জওয়ানদের গুটিয়ে নেওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন জগবন্ধুপাড়ার জাতি জনজাতি অংশের মানুষ। সি আর পি এফ ক্যাম্প কোনভাবেই প্রত্যাহার করা চলবে না এই দাবীকে সামনে রেখে মঙ্গলবার সকাল ছয়টা থেকে গন্ডাছড়া -আমবাসা -র মূল সড়কে পথ অবরোধে বসে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজন।

সংবাদ পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যান ডি সি এম দিলীপ দেববর্মা সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। শেষ পর্যন্ত বেলা এগারোটায় ঘটনাস্থলে পৌঁছান মহকুমা শাসক অরিন্দম দাস। অবরোধকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষন আলোচনার পর জগবন্ধুপাড়া থেকে সি আর পি এফ ক্যাম্প সরানো হবে না বলে মহকুমা শাসকের তরফে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় পথ অবরোধকারীরা। পথ অবরোধকারীরা জানান কথার খেলাফ হলেই পুনরায় আন্দোলনে নামবে জগবন্ধুপাড়ার সকল অংশের লোকজন।

## দিনদুপুরে

● প্রথম পাতার পর

আবারো বেলতলী এলাকায় বলরাম দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির বাড়ির উঠোন থেকে চুরি করে নিয়ে যায় একটি বাইক। বাইকের মালিক বলরাম দেবনাথ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার অভিযোগ নিয়ে আর কে পুর থানার দ্বারস্থ হন। এদিকে পুলিশ চুরির ঘটনার বিষয়ে জানতে পেরে তৎপরতার সঙ্গে ময়দানে নামে। জানা যায় সোমবার রাতে উদয়পুর শহরের বিভিন্ন দুটি জায়গা থেকে তিনটি গরুও চুরি হয়, সব মিলিয়ে বলা যায় এখন উদয়পুর এখন চোরেদের স্বর্গে রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

## চালক

● প্রথম পাতার পর

পাড়া এলাকায় নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন।

নমোনজয় পাড়ায় অপরদিক থেকে একটি টিপার গাড়ি আসছিল বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহী নিপেন্দ্র দেববর্মা। অপর বাইক আরোহীকে ঘটনানাস্থল থেকে দমকল কর্মীরা খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। অবস্থা গুরুতর উপায়, জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

## ব্রহ্মাবাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

গরু নিয়ে পালায় চোরের দল। একই রাতে দুটি জায়গা থেকে তিনটি গরু চুরির ঘটনায় এক প্রকার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে গো-পালকদের মধ্যে। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলছেন রাতে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে।

## জনজাতিদের

● প্রথম পাতার পর

কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এ এইচ জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। প্রাথমিক ক্লাসের জন্য সম্পূরক শিক্ষার অধীনে বিশেষ কোচিং সেন্টার গুলির টিউটর এবং তত্ত্বাবধায়ক ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিদের ভূমিকা গুরুত্ব পূর্ণ। প্রতিমাসে ছাত্র ছাত্রী এবং অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক করতে হবে। তাদের দায়িত্ব কি সেই সম্পর্কে অবগত করতে হবে। এদিন অনুষ্ঠানের পর কোচিং সেন্টার গুলির টিউটর এবং সভাপতিদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। জনজাতি মেধাবী ছাত্রীদের হাতে ট্যাব তুলে দেন অতিথিরা।

## পালিত

● প্রথম পাতার পর

প্রনেতা ছিলেন ডঃ বি আর আম্বেদকর। ১৯৫৬ সালে ৬ ডিসেম্বর প্রয়াত হন ডঃ বি আর আম্বেদকর। তিনি অর্থনীতি বিদের পাশাপাশি রাজনীতিবিদ ছিলেন। ভারতবর্ষের সংবিধানের ড্রাফট কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি।

ডঃ বি আর আম্বেদকর দলিতদের জন্য যে সকল কাজ করে গেছেন সেই বিষয়ে সকলে জানতে হবে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে বিজেপির তপশিলি জাতি মোর্চার উদ্যোগে রাজধানীতে এক পদযাত্রা সংগঠিত করা হয়। প্রদেশ বিজেপি কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়। এইদিনের এই পদযাত্রা রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।

## মিছিল

● প্রথম পাতার পর

রুপা গাঙ্গুলি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিদিন নারীদের নিযাতনের শিকার হতে হচ্ছে।তাদের দাবি রাজ্যে ক্রমবধমান নারী নিযাতন বন্ধ করা হোক।তাদের আরও দাবি নারী সংক্রান্ত অপরাধে জড়িতদের অতিবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হোক।

# ড্রোন প্রযুক্তি প্রতিরক্ষা ও কৃষি, উদ্যানপালনের জন্য অপরিহার্য : অনুরাগ ঠাকুর

চেন্নাই, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর চেন্নাইয়ের কাছে চেঙ্গলপেটের অগ্নি কলেজ অফ টেকনোলজির গরুড় অ্যারোস্পেস-এ প্রথম ড্রোন স্কিলিং ও ট্রেনিং কনফারেন্সের সূচনা করেছেন। একইসঙ্গে ড্রোন যাত্রার সূচনা করেছেন তিনি। মঙ্গলবার ভার্চুয়াল ড্রোন বিশ্ববিদ্যালয়েরও সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'ড্রোন প্রযুক্তি প্রতিরক্ষা, কৃষি, উদ্যানপালন, সিনেমার জন্য অপরিহার্য। অনেক ক্ষেত্রের বিকল্প হতে পারে।এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড্রোনের উপকারিতার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেছেন, কোভিডের সময়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওষুধ এবং ভ্যাকসিন সরবরাহ করতে ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেটেও ব্যবহৃত হয় ড্রোন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে কীটনাশক ছিটানোর জন্যও ব্যবহৃত হয় ড্রোন। ভারত জুড়ে ১০০টি কিসান ড্রোন স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং যুব বিষয়ক মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর চেন্নাইয়ের গরুড় এরোস্পেস ড্রোন ল্যাবও পরিদর্শন করেন।

# দিল্লি পৌর কর্পোরেশন নির্বাচনে আপ একটি দুর্দান্ত জয় পেতে চলেছে : সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিল্লি পৌর কর্পোরেশন নির্বাচনে আম আদমি পার্টি(আপ) একটি দুর্দান্ত জয় পেতে চলেছে বলে দাবি করলেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া। মঙ্গলবার তিনি বলেন, আম আদমি পার্টি দিল্লি এমসিডিতে দুর্দান্ত জয় পেতে চলেছে। জনসাধারণ আবারও বিজেপির মিথ্যা, ষড়যন্ত্র এবং অসৎ রাজনীতির পরিবর্তে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জির দৃঢ় সততা এবং কর্মক্ষম রাজনীতিকে বেছে নিতে চলেছে।তিনি বলেন, বিজেপি দিনরাত মিথ্যা বলেছে, প্রতিদিন নতুন নতুন ষড়যন্ত্র করেছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মানহানি করার চেষ্টা করেছে, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। গোটা দেশ যে আম আদমি পার্টি একটি কট্টর সৎ দল এবং বিজেপির সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। ষড়যন্ত্র ও নোংরা রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ। সিসোদিয়া আরও বলেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কট্টর সৎ রাজনীতির গ্যারান্টি এবং এমসিডিতেও কেজরিওয়ালের সরকার এনে, জনগণ তাতে তাদের স্ট্যাম্প লাগাতে চলেছে।

# বসিরহাটে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ, রক্তাক্ত নাবালক, স্থানীয়দের দাবি "বোমা ফেটে জখম"

উত্তর চব্বিশ পরগনা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : বসিরহাটের রামনগরে বিস্ফোরণে গুরুতর জখম ১ নাবালক ও ১ গৃহবধূ। তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা রামনগর এলাকা জুড়ে।জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বেলা সওয়া বারোটা নাগাদ হঠাৎই রামনগরের ওই বাড়ির রান্না ঘরে রান্না করছিলেন সনিয়া বিবি নামে এক মহিলা। সেইসময় রান্না ঘড়ে আচমকা ঘটে যায় বিস্ফোরণ। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন গুরুতর জখম অবস্থান পড়ে রয়েছেন ওই গৃহবধূ ও এক নাবালক। তড়িঘড়ি তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়ে পুলিশ সিল করে দেয় গোটা জায়গা। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে ফরেন্সিক দল। তবে কী থেকে বিস্ফোরণ সেই বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি পুলিশ। যদিও স্থানীয়দের দাবি, এদিন বোমা ফাটার মতো শব্দ হয়। ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।কয়েকদিনে একাধিক জেলায় বিস্ফোরণ। কেউ আহত হয়েছেন। কারও মৃত্যু হয়েছে। শিশুরাও বিস্ফোরণের শিকার হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপিতে বোমা ফেটে জখম হয়েছে এক কিশোর। উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁয় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে বালিকার। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে বোমা ফেটে আঙুল বাদ গেছে এক ব্যক্তির। বীরভূমের সাঁইথিয়ায় বিস্ফোরণে উড়েছে পা। পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে বিস্ফোরণে মৃত তৃণমূলের বুথ সভাপতি ও ২ তৃণমূল কর্মী ! পঞ্চায়েত ভোটের আগে বারবার বিভিন্ন জেলা থেকে আসছে বিস্ফোরণের খবর। বইছে রক্তস্রোত। যাচ্ছে প্রাণ। এবার সেই তালিকায় বসিরহাট। বসিরহাটে বিস্ফোরণে জখম হয়েছে এক নাবালক সহ ২ জন।

# চেছরীমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ত্রিপুরায় প্রথম গ্রাম দিবস উদযাপিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ ডিসেম্বর।।** মঙ্গলবার দুপুর দেড়টায় চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত চেছরীমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠে প্রথম গ্রাম দিবস।রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চেছরীমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ দেবনাথ,চড়িলাম আর ডি ব্লকের অ্যাডিশনাল ভিডিও অমিতাভ ভট্টাচার্য। প্রথমে স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।গ্রাম দিবস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন যেকোন শুভ কাজ করতে গেলে আগে বয়োজ্যেষ্ঠদের আর্শীবাদ নেওয়া দরকার। তাছাড়া এখন ব্যস্ততার যুগে কেউ চাকরি,কেউ ব্যবসা,কেউ পড়াশোনার জন্য ব্যস্ত থাকায় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ তেমন হয়না।এই গ্রাম দিবস উপলক্ষে আজ গ্রামের সকলে এখানে উপস্থিত আছেন। সকলের মধ্যে একটা মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে, এটা আমাদের সংস্কৃতি। আমাদের গ্রামের ছেলে মেয়েরা যত বড় মাপের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হোক না গ্রামের প্রতি তার একটা আলাদা অনুভূতি থাকবে।গ্রামের মাটির মায়া সে কোনদিন ভুলবে না।গ্রামদিবস উপলক্ষে চেছরীমাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৭০ জন প্রবীণ নাগরিকের হাতে সম্মাননা তুলে দেন উপমুখ্যমন্ত্রী। চেছরীমাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাঁচজন গর্ভবতী মহিলার হাতে পুষ্টিকর প্যাকেজ দেওয়া হয়, এছাড়া চেছরীমাই উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ জন বালিকার হাতে বাইসাইকেল তুলে দেওয়া হয় উপমুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে।চেছরীমাই গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম দিবস উদযাপনে প্রায় ৭ শতাধিক নাগরিকদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন।নাগরিকদের খাবার পরিবেশন ঘুরে দেখে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন বছরে একটা দিন সকলের সাথে একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করার মজাই আলাদা। বয়স্কদের সম্মান জানানো, মহিলাদের সম্মান জানানো এই গ্রামীন প্রথা যাতে চালু থাকে এই জন্যই গ্রাম দিবসের আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম চড়িলাম দিয়ে গ্রাম দিবস শুরু হয়েছে, চেছরীমাই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রথম গ্রাম দিবস করা হলো।এই দিনটিকে স্মরণ রাখার জন্য উপমুখ্যমন্ত্রী সকলের কাছে আহ্বান জানান।

# বড়দোয়ালীতে যুব মোর্চার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ৮ নং টাউন বডদোয়ালী মণ্ডুলের উদ্যোগে মঙ্গলবার এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ৮ নং টাউন বড়দোয়ালি মণ্ডুলের সভাপতি সঞ্জয় সাহা সহ অন্যান্যরা। এইদিন ১০ থেকে ১৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছে। তিনি আরও জানান এখন থেকে রুটিন করে মাসে দুইদিন রক্তদান শিবির করা হবে।

# প্রভাবশালী প্রাক্তন মন্ত্রীর ফেসবুক পোস্টে চাঞ্চল্য উত্তরবঙ্গের তৃণমূলে

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : "দলের পুরনো কর্মীরা ভালো নেই" । সবুজ চাদরে বড় হরফে নিছক একটি বাক্য। সেটিকে ঘিরে ব্যাপক আলোড়ন হচ্ছে। কারণ একটাই। বাক্যটি লিখেছেন প্রভাবশালী প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বিতর্ক যাঁর ছায়াসঙ্গী।দরজায় কড়া নাড়ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। বছরর ঘুরতেই ভোটের দামামা বেজে যাবে। নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে শাসক থেকে বিরোধী, সব রাজনৈতিক দলগুলি ইতিমধ্যে প্রচার শুরু করে দিয়েছে। এর মধ্যে ফেসবুকে তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে চর্চা। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন ঐক্যের বার্তা দিচ্ছে তখন কোচবিহারের প্রাক্তন জেলা সভাপতির ফেসবুক পোস্ট জল্পনা বাড়িয়েছে। ভোটের আগে রবীন্দ্রনাথের এই ফেসবুক পোস্ট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১০টা নাগাদ তাঁর এই প্রকাশ্য মন্তব্যে দ্রুত বাড়ছে প্রতিক্রিয়া। প্রবলভাবে উঠে এসেছে দলে নতুন-পুরনো বিতর্ক। কেবল কোচবিহার নয়, মন্তব্য আসছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে।পোস্ট করার চার ঘন্টা বাদে মঙ্গলবার বেলা পৌনে তিনটায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা হয়েছে ১ হাজার ১০০, ২৯৪ ও ৯২টি। অধিকাংশই তাঁর মতকে সমর্থন করেছেন।ফারুক আবদুল্লা লিখেছেন, "একদম ঠিক। তবে এখনো সময় আছে, তাদের ডাকলে অবশ্যই আসবে তারা। কারণ তারা রাগ অভিমান করে আছে কিছু নেতার উপর। ওনাদের বঞ্চিত অবহেলা করেছে কিছু নেতা। তাই ওনারা বসে গেছে দুঃখ পেয়ে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস দলটাকে মন থেকে ভালোবাসে তারা। ওনারাই বিপদের দিনে ছিলেন। সেই সব মানুষদের আবার ডাকলে অবশ্যই আসবে।"সুব্রত দেব লিখেছেন, "এত দিনে একটা কথা বললেন দাদা, এখন তো ২, ৩,৪ বছর আগে যারা তৃনমূলে যোগদান করছে তারাই তো সামনে দাদা, কিন্তু পুরনোরা তো থাকবেই।

## শ্যামসুন্দর চন্দ্র স্মৃতি লীগ ফুটবলে টানা জয় জুয়েলসের, দুঙ্গার হ্যাটট্রিক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। জয় অব্যহত রাখলো জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। পিছিয়ে থেকেও মালসোয়াম দুঙ্গার হ্যাটট্রিকে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেলো জুয়েলস। পরাজিত করলো লালবাহাদুর ব্যায়মাগারকে। 'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স' চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মঙ্গলবার জুয়েলস ৩-২ গোলে পরাজিত করে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারকে। পেনাল্টি পাল্টা পেনাল্টি। জমজমাট ফুটবল। মঙ্গলবার উমাকান্ত ময়দানে লালবাহাদুর ক্লাব বনাম জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের ম্যাচে প্রথমার্ধে ঘটলো এই ঘটনা। ১৫ মিনিটে লালবাহাদুরের পক্ষে জেস্সি লালমোয়াই জোয়ালা পেনাল্টিতে জাল নাড়িয়ে দিলো জুয়েলসের। গোল হজমের পর পাল্টা তা পরিশোধ করতে মরিয়া প্রয়াস জুয়েলসের। তবে কিছুতেই মিলছিল না সফলতা। ৩১ মিনিটে এবার পেনাল্টির সুযোগ পায় জুয়েলস। যাকে গোলে পরিণত করতে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করলো না মালসুয়াম দুঙ্গা। ১-১ অবস্থানে জমে ওঠে ম্যাচ। তবে প্রথমার্ধে ম্যাচের সারমর্ম এই দুটো পেনাল্টিই। এছাড়া দর্শকদের আর কিছুই প্রাপ্তি ছিল না। বিরতির পর আবার ও শুরু হলো ম্যাচ। এবার হয়তো ম্যাচের ক্লাইমেট পরিবর্তিত হবে, এই ভাবনাটাই ছিল দর্শকদের। হলো ঠিক এমনটাই। তবে ভাবনার যাবতীয় প্রতিফলন ঘটালো জুয়েলস। আবার ও পেনাল্টি পায় জুয়েলস। এর থেকে নিজের জোড়া গোল আদায় করে নেয় মালসোয়াম দুঙ্গা। ব্যবধান বেড়ে হয়ে গেল ২-১। মাথা বিগড়ে গেল লালবাহাদুরের। একের পর এক কাউন্টার অ্যাটাক করতে লাগলো লালবাহাদুর। কিন্তু গোল যে নেই। কাটছিল সময়। ৭২ মিনিট তখন ম্যাচের। লালবাহাদুরের হয়ে নান্দনিক একটি গোল করে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনেন জেস্সি। চিত্রপট আবার ও বদলে গেল ম্যাচের। এবার ২-২ গোল। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দু দলই মুহুর্মুহু আক্রমণ শানাতে থাকে। ম্যাচ প্রায় শেষ লগ্নে। জুয়েলসের পক্ষে মালসোয়াম দুঙ্গা অনবদ্য মেজাজে তাঁর হ্যাট্রিক তথা দলের জন্য তৃতীয় গোল আদায় করে নিতেই কেল্লা ফতে। এই একমাত্র গোলই জয়ের সফলতা বাগিয়ে নিলো জুয়েলসের পক্ষে। সুবাদে পয়েন্ট ও সংগ্রহ করে নিলো জুয়েলস। ম্যাচটি দারুন ভাবে পরিচালনা করলেন বিপ্লব সিনহা। ম্যাচের সেরা ফুটবলার হলেন জুয়েলসের মালসোয়াম দুঙ্গা

## কাচবিহার ট্রফি তামিলনাড়ুর কাছে ইনিংসে হেরে বিদায় ত্রিপুরার

**তামিলনাড়ু-৪৬৭/৮ ত্রিপুরা-১৫০ও ১৫০**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। প্রত্যাশিতভাবে হারলো ত্রিপুরা। ইনিংস এবং ১৬৭ রানে। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটের শেষ ম্যাচে। আই সি এল শঙ্কর নগর মাঠে তৃতীয় দিনের শেষেই পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো ত্রিপুরার। দেখার ছিলো শেষ দিনে কতক্ষণ লড়াই করতে পারে। ত্রিপুরার অধিনায়ক আনন্দ ভৌমিক যতক্ষণ ক্রীজে ছিলেন ততক্ষণ লড়াই ছিলো। কিন্তু আনন্দ আউট হতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায় ত্রিপুরার ইনিংস। শেষের দিকের ব্যাটসম্যানরা ২২ গজে দাঁড়াতেই পারেননি কার্যত। ম্যাচ থেকে বোনাস পয়েন্ট নিয়ে জয় পেয়ে নকআউটে পৌছে গেলো তামিলনাড়ু। নকআউটে খেলার স্বপন অধরা রয়ে গেলো ত্রিপুরা। আসরের প্রথম এবং শেষ ম্যাচে পরাজিত হলো ত্রিপুরা। তৃতীয় দিনের ৩ উইকেটে ৭১ রান নিয়ে খেলতে নেমে ত্রিপুরা এদিন আরও ৭৯ রান যোগ করার ফাঁকে শেষ ৭ টি উইকেট হারায়। 'বুধির দূর্গে একা কুম্ভ' হয়ে এদিন লড়াই করলেন দলনায়ক আনন্দ।ত্রিপুরা দলের অধিনায়কটি ১৪২ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৯ রান করেন। এছাড়া রাজদ্বীপ দত্ত ৪২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান এদিন দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। ত্রিপুরা ৭০.৩ ওভার ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান করে। তামিলনাড়ুর প৭ আকাশ দেব কুমার (৩/১২), পি ভিগনেশ (৩/২৭) এবং সি ভি অচ্যুৎ (৩/৪৭) সফল বোলার। প্রসঙ্গত: তামিলনাড়ুর গড়া ৪৬৭ রানের জবাবে ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে ১৫০ রান করেছিলো। আসরে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে মরশুম শেষ করলো ত্রিপুরা।

## রঞ্জি দলের প্রস্তুতি ম্যাচে দীপক ক্ষৈত্রীর শতক, অমিতের ৬ উইকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। দেরিতে হলেও দীপক ক্ষৈত্রী প্রস্তুতি ম্যাচে ফের প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে তার ব্যাটেও রান আসে। প্রস্তুতি ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে দীপক ক্ষৈত্রীর শতক পুনরায় নির্বাচকদের নজর কেড়েছে। রাজ্য রঞ্জি দল গঠনের লক্ষ্যে এমবিবি স্টেডিয়ামে তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ আজ শেষ হয়েছে। শিবিরে সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের দু''দলে বিভক্ত করে প্রস্তুতি ম্যাচ দেখে নির্বাচকরা চূড়ান্ত দল গঠনের লক্ষ্যে এগুচ্ছেন। তৃতীয় তথা অন্তিম দিনের খেলায় ওপেনার বিক্রম কুমার দাসের ৬৬ রান এবং দীপক ক্ষৈত্রীর শতক (১০৩ রান) উল্লেখযোগ্য। এক ঘন্টা ৪১ মিনিট মাঠে থেকে ৬৮ বলের মুখোমুখি হয়ে শুভম ঘোষ ৩৪ রান সংগ্রহ করে কিছুটা নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। দীপক ১০৩ রান পেয়েছে ৯৯ টি বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে। বোলিং লাইন আপে অমিত আলী তাঁর দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন। একটি স্পেলে চার ওভার বল করে ১০ রানের বিনিময়ে দুটি উইকেট এবং পরের স্পেলে ১৩ ওভার বল করে দুটি মেডেন দিয়ে ৭০ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট দখল করে চূড়ান্ত দলে স্থান করে নেওয়ার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে নিয়েছে। দিনের শুরুতে টিম বি অবশিষ্ট উইকেট হাতে নিয়ে ব্যাট করতে নেমে দলকে ৪১৮ রানে উন্নীত করে ডিক্লেয়ার ঘোষণা করে দেয়। রজত দে ৫১ রানে অপরাজিত থাকে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে টিম-এ দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৫৮ ওভার খেলার সুযোগ পায়। ইতিমধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৩৭ রান সংগ্রহ করে। উল্লেখ্য রঞ্জিত ট্রফির, রাজ্য দলের প্রথম ম্যাচ গুজরাটের বিরুদ্ধে। ১৩ ডিসেম্বর থেকে এই এমবিবি স্টেডিয়ামেই। ইতিমধ্যেই রঞ্জি ট্রফির জন্য চূড়ান্ত দল গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচকরা তাঁদের কাজ গুটিয়ে নিচ্ছেন।

## পূজার হাত ধরে বাইখোড়া স্কুল জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। জয়ে ফিরলো বাইখোড়া স্কুল। প্রথম ম্যাচে পরাজিত হওয়ার পর মঙ্গলবার বাইখোড়া স্কুল পরাজিত করে উত্তর তাউখোমা স্কুলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আযোজিত মহিলা ক্রিকেটে। বাইখোড়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বাইখোড়া স্কুল জয়লাভ করে ৪ উইকেটে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে তাউখোমা স্কুলের গড়া ৯২ রানের জবাবে বাইখোড়া স্কুল ২২.৩ ওভার বাকি থাকতে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রযোজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের পূজা দাস ৫ উইকেট পেয়েছেন। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে উত্তর তাউখোমা স্কুল ৩২.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯২ রান করতে সক্ষম হয়। অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ ৪৭ রান দলকে কিছুটা লড়াই করার স্কোর গড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া দলের পক্ষে একমাত্র রেশ্মি নোয়াতিয়া দুই অঙ্কের রানে পা রাখে। রেশ্মি ৪৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দলের আরও কোনও ব্যাটসম্যান ২২ গজে রুখে দাড়াতে পারেননি। বাইখোড়া স্কুলের পক্ষে পূজা দাস (৫/২২) এবং অঙ্কিতা পাটারি (২/১৯) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে বাইখোড়া স্কুল ২২.৩ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রযোজনীয় রান তুলে নেয়।দলের পক্ষে অনণ্যা দেবনাথ ২৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং অ্যাঞ্জেল পাল ৩৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। উত্তর তাউখোমা স্কুলের পক্ষে মমিতা নোয়াতিয়া (২/৮) এবং রেশ্মি নোয়াতিয়া (২/২১) উইকেটে পেয়েছে।

## বুদ্ধ গুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেটে এনন্টির শেষ দিন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। স্যন্দন পত্রিকার উদ্যোগে দ্বাদশতম (১২তম) বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আগামী ১০ ডিসেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। আস্তাবলের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সকাল ৮টায় এই আসরের উদ্বোধন হবে। আসরের উদ্বোধন করবেন স্যন্দন পত্রিকার সম্পাদক ও স্যন্দন টিভির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুবল কুমার দে। বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেটে এনন্টির শেষ দিন আগামীকাল। ফাইনাল ম্যাচের শেষে হবে পুরস্কার বিতরণী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান। আসরে সুদৃশ্য ট্রফি সহ চ্যাম্পিয়ন দলকে দুই হাজার টাকা, রানার্স-আপ দলকে দেড় হাজার টাকা ও ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টকে এক হাজার টাকা প্রাইজমানি দেওয়া হবে। এছাড়া প্রতিটি ম্যাচে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ, টুর্নামেন্টে সর্বাধিক স্কোরার, বেস্ট বোলার এবং বেস্ট ফিল্ডারেরও পুরস্কার দেওয়া হবে।

দ্বাদশতম বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি আসরও রাজধানী আগরতলা কেন্দ্রিক হবে। এতে রাজ্যের মিডিয়া হাউসে কর্মরত সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক এবং ভিডিও এডিটর-রা অংশ নিতে পারবেন। আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুক দলগুলিকে সর্বাধিক ৮ জন খেলোয়াড়ের তালিকা ও খেলোয়াড়দের পরিচয় পত্র সহ আগামীকাল রাত ৮টার মধ্যে স্যন্দন ভবনে এন্টি জমা করতে বলা হচ্ছে। লটারির মাধ্যমে ক্রীড়াসূচি তৈরি করে তা ৮ ডিসেম্বর জানিয়ে দেয়া হবে।

## ধর্মনগরে ক্রিকেট কমিটি নিয়ে বেআইনি প্রচার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালন কমিটি ঘিরে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের অভিযোগ এনেছেন খোদ সচিব বাবলু দত্ত। এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারিতে ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। আর তা হয়েছে সমস্ত কিছু নিয়ম-কানুন মেনে। এই কমিটির মেয়াদকাল ৩ বছর অর্থাৎ তিন বছর পর ২০২৫ সালে পুনরায় নতুন কমিটি গঠন হওয়ার কথা। কিন্তু ইদানিং শোনা যাচ্ছে যে, ধর্মনগর ক্রিকেট এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সবার অবগতির জন্য তিনি জানাচ্ছেন যে, যেহেতু বর্তমান কমিটি রয়েছে, সেখানে আরেকটা কমিটি কি করে হবে। যে বা যাঁহারা এই প্রচার করছেন, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনে প্রশ্ন তৈরি করছে। আবারও সবার অবগতির জন্য তিনি জানিয়েছেন যে ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান কমিটি আছে এবং থাকবে। নতুন যে কমিটির প্রচার হচ্ছে তা বেআইনি এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

## প্রস্তুতি ম্যাচে প্রগতির জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।

জয় অব্যহত রেখে মনোবল আরও বাড়িয়ে নিলো প্রগতি প্লে সেন্টারের ক্রিকেটাররা। প্রস্তুতি ম্যাচে। এবার অনুর্ধ ১৫ ক্রিকেটে জয়ী প্রগতি প্লে সেন্টার। মঙ্গলবার নোয়াবাদী স্কুল মাঠে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে প্রগতি পি সি মুখোমুখি হয় এগিয়ে চলো সংঘের। ম্যাচে প্রগতির ক্রিকেটাররা প্রথমে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৬৫ রান। ব্যাটে প্রগতির হয়ে প্রজ্ঞান ভৌমিক ২৯, মাহির্নব উলেখযোগ্য ২৪ রান করে। পাল্টা খেলতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘ দল ২৩ ওভারে সব উইকেটের বিনিময়ে ৯৬ রানই করতে সক্ষম হয়। বল হাতে প্রগতি প্লে সেন্টারের হয়ে মাহির্নব লস্কর ৪ ওভারে ৪টি এবং অর্পণ ভট্টাচার্য ৭ ওভারে ৪টি উইকেট দখল করে। সুবাদে ৬৯ রানের ব্যবধানে জয় হাসিল করে নিলো প্রগতি প্লে সেন্টার।

## আসামে পূর্বোত্তর দাবা ত্রিপুরার ১৩ দাবাড়ু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।

বাছাই করা হলো ১ ডজন দাবাড়ুকে। পূর্বোত্তর দাবা প্রতিযোগিতার জন্য। ১৪- ১৮ ডিসেম্বর আসামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৩ তম পূর্বোত্তর দাবা প্রতিযোগিতা। ওই আসরে অংশগ্রহণের জন্য ১৩ জন দাবাড়ুকে বাছাই করলো রাজ্য দাবা সংস্থা। ওই দাবাড়ুরা হলেন: অভিজ্ঞান ঘোষ, অনুরাগ ভট্টাচার্য, আয়ুষ সাহা, ধনরাজ দেববর্মা, দিগন্ত রায়, একান্তিকা সরকার, ঋতুরাজ সাহা, প্রাঞ্জল দেবনাথ, সমৃদ্ধি ঘোষ, শাক্য সিংহ মোদক, শ্রেয়ভী কর, শুভায়ন দাস এবং স্বপ্নিল পাল। রাজ্য দাবা সংস্থা সূত্রে এ কভর জানা গেছে।

## লীগ ফুটবলে আজ রামকৃষ্ণ - ফ্রেন্ডস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। ঘুরে দাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে আগামীকাল মাঠে নামছে রামকৃষ্ণ ক্লাব এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত 'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স' চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল দুপুর সোয়া দুইটায় শুরু হবে ম্যাচটি। দুদলই আসরের প্রথম ম্যাচে পরাজিত হয়েছিলো। ফলে লিগে ঘুরে দাড়ানোর লক্ষ্যে আজ মাঠে নামবে দুই দলই। আগামীকাল ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে কৌশিক রায়ের রামকৃষ্ণ ক্লাব।

## দলবদলে চমক : মনিশংকর-বিক্রম স্ফুলিঙ্গে, পারভেজ-শুভম ফ্রেন্ডসে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। এক দুজন করে ক্রিকেটার তুলে নিয়ে ঘর গোছানোর কাজে ব্যস্ত প্রায় প্রতিটি ক্লাব দল। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন অনুমোদিত ক্লাবগুলো ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের দলবদল পর্বে প্রথম সারির খেলোয়াড়দের সই করিয়ে নিচ্ছেন। ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে পাঁচ দিনে এ পর্যন্ত ৩৬ জন ক্রিকেটার দলবদলের খাতায় সই করেছেন। আজ পঞ্চম দিনে এমন তিনজন ক্রিকেটার রয়েছেন যাঁরা টোকেন তুলেছেন তবে কোনদলের হয়ে খেলবে বলে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। অভিজিৎ দেববর্মা হার্ভে থেকে, সঞ্জয় মজুমদার সংহতি থেকে এবং সৌরভ সাহা ইউনাইটেড বিএসটি থেকে টোকেন তুলেছেন। উল্লেখ্য, ইউনাইটেড বিএসটি, মৌচাক, হার্ভে, ব্লাড মাউথের মতো স্ফুলিঙ্গ, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসও আজ ময়দানে নেমেছে। পোলস্টার থেকে বেরিয়ে গোবিন্দ সাহা এবং মৌচাক থেকে বেরিয়ে সাগর সরকার ইউনাইটেড বিএসটি''র হয়ে খেলবেন বলে সই করেছেন। স্ফুলিঙ্গ থেকে বেরিয়ে অভিরাজ বিশ্বাস এবং ওপিসি থেকে বেরিয়ে রিমন্ড দেববর্মা মৌচাকের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন। পোলস্টার থেকে নাম প্রত্যাহার করে শ্রীনিবাস দাস হার্ভের পক্ষে সই করেছেন। জয়ন্ত ভট্টাচার্যও পোলস্টার থেকে বেরিয়ে ব্লাডমাউথের পক্ষে সই করেছেন। বিসিসি থেকে বিক্রম কুমার দাস এবং ব্লাডমাউথ থেকে মনিশংকর মুরাসিং স্ফুলিঙ্গের হয়ে খেলবেন বলে সই করে সেরা চমক তৈরি করেছেন। একইভাবে হার্ভে থেকে পারভেজ সুলতান এবং চলমান সংঘ থেকে শুভম ঘোষ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর হয়ে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করে সই করার মধ্য দিয়ে অনেকেরই নজর কেড়েছেন। ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের দলবদল পর্বের বাকি দিনগুলোতে আরও কিছু চমক অপেক্ষা করছে বলে ক্রিকেট মহলের ধারণা।

## সেইল একাডেমীর জন্য ফুটবলার সিলেকশন ট্রায়াল শিবির শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বোকারোর তরফে তিনজন প্রতিনিধি এলেন ত্রিপুরায়। অনুর্ধ ১৬ বছর বিভাগে প্রতিভাবান ফুটবলার বাছাই করতেই তারা এলেন। তিনজন হলেন চিফ কোচ সুভাষ রাজ্জাক, প্রাক্তন দুই ফুটবলার সরজিত সরকার ও চঞ্চল ভট্টাচার্য। টেলেন্ট বাছাই করতেই গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। এরই অঙ্গ হিসেবে দুদিনের রাজ্য সফরে এলেন তারা। মঙ্গলবার সকালে উমাকান্ত ময়দানে যথারীতি শুরু হলো তাদের ট্রায়াল ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে গোটা রাজ্য থেকে প্রায় ১০০ জন ফুটবলার অংশগ্রহণ করলো। যাবতীয় সব ব্যবস্থাপনা করলো রাজ্য ফুটবল সংস্থ্যা। পার্বত্য দুহিতা এই রাজ্যে ফুটবলে প্রতিভার অভাব নেই। তাই বাছাই করতে এবার ফের এলেন স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। তাদের সঙ্গে মাঠে উপস্থিত ছিলেন টি এফ এর যুগ্ম সচিব পার্থ সারথি গুপ্ত। ফুটবলারদের ফিটনেস থেকে শুরু করে এনডোরেন্স, স্কিল, টেকনিক সবই যাচাই করলেন স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। গোটা বিষয়টা মিডিয়ার সামনে তুলে ধরলেন টি এফ এর যুগ্ম সচিব পার্থ সারথি গুপ্ত। প্রতিটি রাজ্যেই চলছে এই ফুটবলার বাছাই পর্ব। এরপর চূড়ান্ত বাছাই হবে বোকারোতে। চূড়ান্ত বাছাইয়ে যারাই নির্বাচিত হবে, তাদের থাকা খাওয়া পড়াশোনা সহ খেলাধুলার পুরো দায়িত্ব বহন করবে স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া। বুধবার দিন ও চলবে উমাকান্ত ময়দানে এই ট্রায়াল ক্যাম্প। রাজ্য ফুটবলের অগ্রগতির এ এক অন্যতম ধাপ বলেই মনে করছেন ফুটবল প্রেমীরা। কেন না এই বাছাইয়ে যারাই নির্বাচিত হবে ত্রিপুরা থেকে তাদের ভবিষ্যৎ ও উজ্জ্বল যে হবে তা বলাই শ্রেয়। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, বেশ কয়েকজন ফুটবলার নজর কেড়ে নিয়েছেন স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়ার পক্ষে থেকে আসা ৩ প্রতিনিধিদের।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

# ডঃ বি আর আম্বেদকর সারাজীবন সমাজের পিছিয়ে পড়াদের জন্য লড়াই করে গেছেন : তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** দেশের সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন বাবা সাহেব ড় বি আর আম্বেদকর ছিলেন একজন রাষ্ট্রনায়ক, দেশপ্রেমিক ও দার্শনিক। তাঁর স্বপ্ন ছিল জাত পাতহীন এক শক্তিশালী ভারত গঠন। তিনি সারাজীবন সমাজের পিছিয়ে পড়াদের জন্য লড়াই করে গেছেন। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও চান সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস। তবেই ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত হিসেবে আত্ম প্রকাশ করবে।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ সকালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ড় আম্বেদকরের ৬৭তম তিরোধান দিবসে তাঁর মর্মর মূর্তিতে মালদ্যান করে একথা বলেন। তাছাড়াও ড় আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, বিধায়ক রেবতী মোহন দাস, বিধায়ক দিলীপ কুমার দাস, বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, ত্রিপুরা রিয়্যাল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটির চেয়ারম্যান তাপস কুমার দাস, প্রাক্তন অধ্যক্ষ জিতেন সরকার, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা, অধিকর্তা সন্তোষ দাস, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস প্রমুখ।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। এদেশে বহু রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ ও মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। তারমধ্যে ড় আম্বেদকর অন্যতম। যিনি শুধু রাজনীতিবিদ নন, একাধারে পন্ডিত, রাষ্ট্রনায়ক ও পথ প্রদর্শক। যিনি সারাজীবন গরিব, অস্পৃশ্য, পিছিয়ে পড়া ও দলিত মানুষের জন্য লড়াই করে গেছেন।তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, কোন অবস্থাতেই জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণের ভিত্তিতে দেশ যাতে দুর্বল না হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি নতুন ভারত গড়তে বর্তমান প্রজন্মকে ড় আম্বেদকের আদর্শ, মত ও পথ অনুসরণ করার আহ্বান জানান।

# অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আর্থিকভাবে নিরাপদ জীবনযাত্রার কথা ভেবে ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** ন্যাশন্যাল পেনশন সিস্টেম হল একটি ইনভেস্টমেন্ট স্কিম যা বৃদ্ধ বয়সের বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আর্থিকভাবে নিরাপদ জীবনযাত্রার কথা ভেবে ২০০৮ সালে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সারা দেশে চালু করেছিলেন। এই প্রকল্প চালুর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সারা দেশের ৬ কোটির উপর মানুষ এই পেনশন প্রকল্পে যুক্ত হয়েছেন।

আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ন্যাশন্যাল পেনশন সিস্টেম নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারপার্সন সুপ্রতীম বন্দোপাধ্যায় একথা জানান। চেয়ারপার্সন সুপ্রতীম বন্দোপাধ্যায় জানান, প্রথম ধাপে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিগণ এই প্রকল্পে যুক্ত হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্য সরকারও তাদের নিজ রাজ্যের সরকারি কর্মচারিদের এই প্রকল্পে যুক্ত হতে উৎসাহিত করেন। ত্রিপুরায় ২০১৮ সালের ১ জুলাই থেকে এই স্কিম চালু করা হয়।

তিনি জানান, বর্তমানে এই ৬ কোটির উপরে ব্যক্তিদের এই প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার ফলে সরকার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মার্কেটে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে পেরেছে। এই ন্যাশন্যাল পেনশন সিস্টেম বিষয়ে তিনি বলেন, এই সিস্টেমে কোন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারি তার বেসিক পে-এর ১০ শতাংশ প্রতি মাসে এই স্কিমে জমা করলে সরকার সেখানে ১৪ শতাংশ কনট্রিবিউশন করছে।

অন্যদিকে বিভিন্ন রাজ্য কর্মচারিদের ক্ষেত্রে কোনো কর্মচারি তার বেসিক পে এর ১০ শতাংশ এই স্কিমে প্রতিমাসে জমা রাখলে সরকারও ১০ শতাংশ এই স্কিমে জমা করবে। ১৮ বছর বয়স থেকেই এই স্কিমে জয়েন করা যাবে এবং ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত এই স্কিম চালু রাখতে পারবেন। প্রয়োজনে কেউ ইচ্ছে করলে ৭৫ বছর বয়স পর্যন্তও এই স্কিম চালু রাখতে পারবেন। তিনি জানান, বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য এই স্কিম অত্যন্ত জরুরী একটি পরিষেবা। চাকুরি শেষে একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটি বড় অংকের আর্থিক সুবিধা এই স্কিম থেকে পেতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি জানান, কোন ব্যক্তি যদি অবসরে যাওয়ার পর এই স্কিমে যদি ৪০ লক্ষ টাকা জমা হয় তার থেকে ২৪ লক্ষ টাকা এককালীন তুলে নিতে পারবেন। বাকি ১৬ লক্ষ টাকা এই স্কিমে ইনভেস্ট করে তা থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রতিমাসে সেই ব্যক্তি পেনশন হিসাবে পেতে পারেন। যদি অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয় তার স্ত্রী বা নমিনী সেই পেনশন পাবেন। যদি স্ত্রী বা নিমিনীর মৃত্যু হয় তার পরিবার জমাকৃত অর্থের মূল অংশটি তুলে নিতে পারবেন। এতে কোন আয় কর দিতে হবে না। অর্থাৎ এই স্কিম হচ্ছে সম্পূর্ণ আয়কর মুক্ত স্কিম।

# রাজ্যে দুর্যোগ মোকাবিলায় অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনীর সদস্যারা আন্তরিকতার সাথে কাজ করছেন : অগ্নি নির্বাপক মন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** ত্রিপুরায় ৬০তম নিখিল ভারত অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস-২০২২ আজ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে। অরুন্ধতীনগরের মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি ময়দানে কেন্দ্রীয়ভাবে এই দিনটি পালনের কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অগ্নি নির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং ময়দানে উপস্থিত সকলকে বিপর্যয় প্রস্তুতির শপথ বাক্য পাঠ করান। এদিনের কুচকাওয়াজে এসডিআরএফ, হোমগার্ড, অগ্নি নির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দপ্তর এবং সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবীরা অংশগ্রহণ করেছেন। এদিন অগ্নি নির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দফতরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল জননিরাপত্তায় যেসকল হোমগার্ড ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীগণ শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় যে কোনও ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনীর সদস্যারা আন্তরিকতার সাথে কাজ করছেন। সাধারণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায়, যানবাহন যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ সহ বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকেন এই দুটি বাহিনীর সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা।

সাথে তিনি যোগ করেন, সমাজের সকলস্তরের মানুষের সঠিক প্রস্তুতি থাকলে যে কোনও দুর্যোগের সময় ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপ্তি অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব। তারজন্য রাজ্য সরকার সেমিনার, কর্মশালা, বিপর্যয় মহড়ার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অগ্নি নির্বাপক মন্ত্রী শ্রীপাল দেশের যে কোনও সংকটে আত্মনিয়োগ করার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। এদিকে রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব পুনিত আগরওয়াল বলেন, ২০২১ সালের ২৭ জুলাই থেকে ত্রিপুরার সবকটি জেলাতেই সিভিল ডিফেন্সের কর্মপরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় প্রায় ২ হাজার সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবী রয়েছেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্যারেডে উৎকর্ষতার জন্য এসডিআরএফ" এর ১ নম্বর প্ল্যাটুন, অগ্নি নির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দপ্তর এবং হোমগার্ডের ২ নম্বর প্ল্যাটুনকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়াও ৮টি জেলার ১ জন করে সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবী ও আপদা মিত্রদের হাতে শংসাপত্র ও মেমেন্টো তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী, দুর্যোগ মোকাবিলা মহড়াও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## অমরপুরে দ্বিতীয় গজরাজ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। আজ বামপুর হাইস্কুল মাঠে বন দপ্তরের উদ্যোগে দ্বিতীয় গজরাজ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিধায়ক রতি দাস এই উৎসবের উদ্বোধন করে বন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বনজ সম্পদ ব্যাপকভাবে ধংস করা হলে এর প্রভাব সভ্য সমাজের উপর পড়তে বাধ্য। পশুপাখির বাসস্থানের সঙ্কুলান না হলে তারা অনেক সময়ই লোকালয়ে চলে আসে। এতে আমাদের অনেক সম্পদ নষ্ট হয়। তাই বন ধংস করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। সচেতন হতে হবে পশু পাখি সংরক্ষণের উপর। তবেই মানুষও বাঁচবে, পশুপাখির অস্তিত্বও বজায় থাকবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত পিসিসিএফ ড. এ এম কামফাডে বলেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপর মানুষকে সচেতন করার জন্য ৮টি জেলাতে বিভিন্ন পশুপাখির নামে উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। পশ্চিম জেলায় প্রজাপতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিলোনীয়ায় বাইসন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমরপুর পঁায়েতসমিতির ভাইস চেয়ারম্যান শঙ্করানন্দ সাহা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অমরপুর নগরপঁায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অতিরিক্ত পিসিসিএফ প্রবীণ আগরওয়াল প্রমুখ।

# জনজাতিদের কল্যাণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার ঃ জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। জনজাতিদের কল্যাণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্ক'তি বিকাশেও বর্তমান সরকার আন্তরিক। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে এবং করবুক মহকুমা প্রশাসনের সহযোগিতায় করবুক পাঁহিম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে গতকাল ২৪তম কালাঝারি উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া। তিনি বলেন, সংস্ক'তি মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরী করে। আমাদের রাজ্যে ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠীর পাশাপাশি বাঙ্গালীদের নিজস্ব ক'ষ্টি ও সংস্ক'তি রয়েছে। তাদের নৃত্যশৈলী, সংগীত, চিরাচরিত খাবার প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব পরিচয় বহণ করে। রাজ্যের সার্বিক বিকাশে জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ ভুলে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী জমাতিয়া কালাঝারি উৎসব উদযাপনের উদ্দেশ্য ও কালাঝারি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জনজাতিদের সাংস্ক'তিক বিকাশে এর গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি করবুক, অমরপুর এবং গণ্ডাতুইসা মহকুমার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারেও সকলের সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, আধুনিকতার পাশাপাশি জাতি এবং জনজাতিদের চিরাচরিত নিজস্ব ক'ষ্টি ও সংস্ক'তিকেও ধরে রাখতে হবে। তিনি বলেন, সংস্ক'তি চর্চার মাধ্যমে নিজেকে সমাজে মেলে ধরা যায়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি রাজ্যের গর্ব পদ্মশ্রী থাঙ্গা দারলং, বেণীচন্দ্র জমাতিয়া এবং সত্যরাম রিয়াংদের কথা উল্লেখ করেন।

কালাঝারি উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এই কালাঝারি উৎসবকে আগামীদিনে আরও বড় পরিসরে, রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে বিধায়ক রতি দাস সকলকে জনজাতিদের নিজস্ব ক'ষ্টি সংস্ক'তি বিকাশে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। স্বাগত ভাষণ রাখেন ২৪তম কালাঝারি উৎসবের আহ্বায়ক করবুক মহকুমার মহকুমা শাসক পার্থ দাস। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিলাছড়ি ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান থৈঙ্গ মগ, করবুক ব্লক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব কুমার ত্রিপুরা, সমাজসেবী অতীন্দ্র রিয়াং, স'য় মানিক ত্রিপুরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন করবুক ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান অসীম ত্রিপুরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংস্ক'তিক মং' সারারাতব্যাপী গড়িয়া, হজাগিরি, লেবাং বুমানি, মামিতা, বিজ, সাংগ্রাই, ধামাইল ইত্যাদি নৃত্য সহ লোকসঙ্গীত এবং আধুনিক সংগীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে ২৩টি সাংস্ক'তিক দল অংশগ্রহণ করে।

## কাস্টমস অ্যাক্ট তৈরীর ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে র‍্যালী আগরতলায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** ৬ ডিসেম্বর ১৯৬২ সালে কাস্টমস অ্যাক্ট তৈরি হয়। মঙ্গলবার কাস্টমস অ্যাক্টের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কাস্টমস অফিস আগরতলার উদ্যোগে এক রেলির আয়োজন করা হয়।বড়দোয়ালী স্থিত কাস্টমস অফিস থেকে এই র্যাললী শুরু হয়ে আশপাশের এলাকা পরিক্রমা করে নেতাজী চৌমুহনী স্থিত নতুন ভবন পর্যন্ত যায়। এদিনের র্যাএলীতে কাস্টমস অফিসারের পাশাপাশি এক্সপোর্টার, ইমপোর্টার ও সাধারন মানুষ অংস নেয়। মূলত কাস্টমস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই র্যা লীর আয়োজন করা হয়। রাজ্যবাসীকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের অর্থ নৈতিক উন্নতি করতে চায় কাস্টমস।

# ধান চাষে ফলন ভাল হয়নি, দাবি জুমিয়াদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ ডিসেম্বর।।** ভাত বাঙ্গালী সহ উপজাতিদের প্রধান খাদ্য। কৃষকরা পরিবেশ পরিস্থিতি ও জমির ধরণ বুঝে বিভিন্ন ধরনের ধান চাষাবাদ করে। কোথাও খরা সহনশীল ধান, কোথাও জল সহনশীল ধান, আবার পাহাড়ি জনপদে জুমের সহনশীল ধান।কৃষকদের চাষাবাদ চিন্তা ও অভিজ্ঞতা ধানবৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়ক হয়।

তেমনি একটি ধান জাত কালি খাস ধান। স্থানীয়রা এটাকে কালি খাসা বলে থাকেন। এটি পাহাড়ি জনপদ থেকে সমতল এলাকার স্থানী একটি জাত। মূলত তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকা জুড়ে কালী খাসা ধানের চাষাবাদ করা হয়। এক কালী খাসা ধান চাষে জানান, সব জায়গাতে কালি খাসার ধান চাষ করা সম্ভব নয়। জমি উর্বর হওয়া খুবই প্রয়োজন, জমিকে ভালোভাবে উর্বর করে তুলতে হয় প্রথমে। তারপরে কালি খাসার ধানের বীজ জমিতে রোপন করতে হয়। অন্যান্য ধানের মতোই জমি পরিচর্যা। কিন্তু কালি খাসার ধানের চাষ কৃষকরা কেমন করেন না। যারা করেন তারা নিজেদের খাবারের জন্য এবং অনেকে আবার বাজারে বিক্রি করার উদ্দেশ্য এই ধান চাষ করে থাকেন। তিনি আরো জানান, প্রতি-কানিতে ১০ হাজার টাকার উপরে খরচ হয়। কিন্তু ফলন বিগত বছরগুলি তুলনায় সেরকম হয় না বলে জানান। কালি খাসা ধানে চাষ করতে গেলে সরকারি কোন সাহায্য কিংবা সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না। আর তার ফলে নিজেদের অর্থের উপর নির্ভর করে জমি পরিচর্যা থেকে শুরু করে বীজ লাগানো, সার কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি কেজি ১০০ টাকা দরে চাল বিক্রি করতে হয় বাজারে।এদিকে কালি খাসা ধান চাষে সুবিধ অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝিতে বা বৈশাখ মাসের প্রথমে কালী খাসা ধান কাটাতে হয়। ঘরে তোলার পর দীর্ঘদিন শুকাতে, তারপরে সুগন্ধি কালি খাসার ধান ভেঙ্গে চালের রূপান্তরিত করা হয়। সে চাল বাজারে বিক্রি করে সংসারের কিছুটা অভাব হলেও দূরীকরণ করা যায়।

এদিকে এক উপজাতি মহিলা আগামী বছরের জন্য কালি খাসা ধানের কুড়ি সংরক্ষণ করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। তবে সরকারিভাবে যদি চাষীদের সাহায্য এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হতো তবে বিলুপ্তির পথে এই কালি খাসার ধান চাষ করতে অনেক কৃষক এগিয়ে আসতো এবং কৃষকরা লাভবান হত।

## পুরাতন আগরতলায় সুবিধাভোগীদের মধ্যে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।।** সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে দলমত নির্বিশেষে জাত পাতের উর্ধে উঠে সমস্ত মানুষকে উন্নয়নের আওতায় আনার জন্যে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। অতীতে মানুষ কোন দলের সমর্থক তা দিয়ে উন্নয়নের মাপকাঠি নিরূপণ করা হত। মঙ্গলবার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের উদ্যোগে ওল্ড আগরতলা ব্লকে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনার অন্তর্গত যে সকল বেনেফিসেয়ারি রয়েছে তাদের নিয়ে সচেতনতা মূলক আলোচনার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। একই সঙ্গে বেনিফিসেয়ারিদের মধ্যে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়। তাদের হাতে হাঁসের বাচ্চা ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন অতিথিরা।

# সমাপ্ত হল খোয়াইয়ের দুই দিনব্যাপী হস্ততাঁত ও বস্ত্র মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। সমাপ্ত হলো খোয়াইয়ের দুই সপ্তাহব্যাপী হস্ততাঁত বস্ত্রমেলা।একুশে নভেম্বর থেকে বসেছিল মেলার আসর।খোয়াই সরকারী দ্বাদশ স্কুল মাঠে আয়োজিত মেলার সমাপ্তি ছিল রবিবার। হস্ততাঁত বস্ত্রমেলা এবার সবদিক দিয়েই সফল বলে দাবী করলেন খোয়াই মিলন তন্তুবায় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান বিজয় কুমার দেবনাথ।তিনিই দুই সপ্তাহের মেলার মূল তদারকীর দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

মেলার উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনিই সভাপতিত্ব করেন।বিজয় কুমার দেবনাথ জানান, এবার খোয়াই হস্ততাঁত বস্ত্রমেলায় মোট স্টলের সংখ্যা ছিল তিপ্পান্নটি। এরমধ্যে বহির্রাজ্যের ছিল মোট চারটি স্টল।এগুলোর মধ্যে ছিল উত্তর প্রদেশের দুটি, কলকাতা ও আসাম থেকে একটি করে।বাকী স্টলগুলো ছিল রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার।বিজয় বাবু জানালেন, হস্ততাঁত বস্ত্রমেলা রাজ্যের তাঁতশিল্পের বিকাশ , প্রচার ও প্রসারে অনেকটাই সহায়তা করে।তাঁতশিল্পীরা নিজেদের উৎপাদিত পণ্যসম্ভার এসব মেলায় বিক্রি করার সুযোগ পান।মেলায় আসার সুবাদে তাঁতশিল্পীরা নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময়ের সুযোগ লাভ করেন।পণ্যসম্ভার উৎপাদনে তারা অধিক উৎকর্ষতার বিচার বিবেচনা করতে পারেন।প্রসংগক্রমে তিনি তথ্য দিয়ে জানান , রাজ্যে বর্তমানে মোট সাইত্রিশ হাজার চারশ সাতাশ জন তাঁতশিল্পী রয়েছেন।

বিজয় বাবু জানালেন যে, এবারের খোয়াই হস্ততাঁত বস্ত্র মেলায় চৌদ্দ দিনে মোট চৌদ্দ লক্ষ টাকার মালামাল বিক্রি হয়েছে।যা খুবই আশাব্যঞ্জক। এছাড়াও তিনি জানান যে, মেলার চৌদ্দ দিনেই প্রতি সন্ধ্যায় মঞ্চে ছিল রকমারী উপস্থাপনার মনমাতানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।এতে স্থানীয় শিল্পীরা আন্তরিক সাবলীলতায় নৃত্য ও সংগীতে অংশ নেন।প্রতি সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্থানীয় শিল্পীদের বিভিন্ন উপস্থাপনার সুযোগ করে দেওয়া হয়।যার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্পীরা নিজেদের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ পেলেন।

এরমধ্য দিয়ে তারা নিজেদের সংস্কৃতি চর্চাকে আরো বিকশিত করার সুযোগ পেলেন।বিজয় কুমার দেবনাথ জানালেন, রবিবার সন্ধ্যায় হস্ততাঁত বস্ত্রমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের হস্ততাঁত কারু ও রেশমশিল্প দপ্তরের অধিকর্তা কুন্তল দাস, খোয়াই জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দাস। তনি জানান, রাজ্যের হস্ততাঁত কারু ও রেশমশিল্প দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত হলেও মেলার সুষ্ঠু পরিচালনা ও সার্বিক তত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তেছিল মিলন তন্তুবায় সমবায় সমিতির ওপর।সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি নিজে এজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

JOIN INDIAN NAVY

Indian Navy invites online applications from unmarried male and unmarried female candidates (who fulfil eligibility conditions as laid down by the Government of India) for Agniveer 01/2023 (May 23) Batch

| Entry | Educational Qualification | Vacancies | Born Between (Both Date Inclusive) |
|---|---|---|---|
| AGNIVEER (Senior Secondary Recruit) | Qualified in 10+2 examination with Maths & Physics and at least one of these subjects:- Chemistry/ Biology/ Computer Science from the Boards of School Education recognised by Ministry of Education, Govt. of India | 1400 (including a maximum of 280 female) | 01 May 2002 to 31 Oct 2005 |
| AGNIVEER (Matric Recruit) | Passed Matriculation Examination from the Boards of School Education recognised by Ministry of Education, Govt. of India | 100 (including a maximum of 20 female) | |

Online application window is open from 08 Dec 22 to 17 Dec 22

For eligibility criteria and details for the batch, visit www.joinindiannavy.gov.in and Employment News dated 03 Dec 22.

For queries contact Help Desk : Email - sailor@navy.gov.in, Telephone - 011 21410669

Scan this QR Code to apply online

CBC 10701/13/0011/2223


স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।